খতমে নবুয়ত

ও

ঈসা (আঃ)-এর আগমন

(অধুনা উলামা প্রকাশিত 'প্রতিবাদ ও সতর্কবাণী'র উত্তর)

প্রকাশনা :

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

প্রকাশক :
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে
আলী কাসেম খান চৌধুরী
সেক্রেটারী, ইস্‌লাহ্‌ ও ইরশাদ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

প্রণেতা : মওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ,
(ফাজেল-আরবী ; শাহেদ ; বি. এ.)
সদর মুরুব্বী, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

১ম সংস্করণ : ২৫০০
তাং ১লা জানুয়ারী, ১৯৮০ ইং

মুদ্রাকর :
আল-হাজ্ব মোঃ আবদুস সালাম
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস,
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

বিতর্কটা কিছুটা ব্যাপকতা লাভ করেছে। এটা খুশীর কথা। সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিষয়ের বিস্তারও ঘটেছে বেশ কিছু। ১৪০০ হিজরী সনের পটভূমিতে আলোচিত বিষয় গুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য গভীরতা পেয়েছে আরও বেশী। সপ্তাহ কয়েক আগে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে মূল্যবান প্রবন্ধ বিজ্ঞাপন আকারে স্থানীয় দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলা পত্রিকাদ্বয়'টিতে প্রকাশিত হয়। আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্দেশ্য ছিল —সকল ধর্মের সকল মানুষের মুক্তচিত্তের দুয়ারে এই কল্যাণময় সওগাত পৌঁছে দেওয়া যে —শান্তি-ধর্ম হচ্ছে আল-ইসলাম, বিশ্বনবী হচ্ছেন হযরত খাতামান্নাবিয়ীন মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ)। পাক্ষান্তরে, মরিয়ম পুত্র যীশু ছিলেন শুধু বণী ইসরাইলের নবী, বিশ্বের অপর কোনও জাতি বা গোত্রের জন্য প্রেরিত হননি তিনি। তাঁর এ দাবী ছিল না যে, তিনি খোদার পুত্র। ক্রুশে নয় স্বাভাবিক মৃত্যুই বরণ করেছেন তিনি। তাঁর ওফাতের পর বিশ্ব-শান্তিদাতা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যৎ ঘোষণা দিয়ে গেছেন তিনি। প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধগুলির বিশেষ প্রণিধান যোগ্য বিষয় ছিল—ইসলাম জীবন্ত ধর্ম। ইসলামের খোদা এক ও অংশী-বিহীন, চিরঞ্জীব ও চিরানন্য। আল্-কোরআন জিন্দা কিতাব, এই কেতাবের জীবন ব্যবস্থা পূর্ণ ও সামগ্রিক—সর্বজনীন ও কালজয়ী। এর সমগ্র শিক্ষার সম্পূর্ণ ডেমনেষ্ট্রেশন হযরত রসুল আকরাম (সাঃ)-এর পবিত্র জিন্দেগী। তাঁর হেদায়েত ও তাঁর সর্বোৎকর্ষতা বিমণ্ডিত জীবনাদর্শ সদাজীবন্ত ও চির বহমান। এই পূণ্য ধারায়—এই মহতাদর্শের অনুবর্তিতায় উম্মতে-মোহাম্মদীয়ার মধ্যে মানব সমাজের সংস্কার সাধনের নিমিত্ত প্রতি যমানায়—প্রতি শতাব্দীতে আবির্ভাব ঘটেছে মহামানব বা মুজাদ্দিদগণের, মুজাদ্দিদ আগমনের নিরবছিন্ন এই রুহানী ধারায় হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীতে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর শুভাগমন ঘটেছে। বহু প্রত্যাশিত ও বহু প্রতীক্ষিত এই মহাপুরুষের আগমনে রহমানুর রহিমের অতলান্ত করুণারাশির অমিয়-আলোক-ধারা আবারও তরঙ্গায়িত হয়ে ছুটেছে। আবারও নুরে-মোহাম্মদীর নির্মল বিচ্ছুরণে উদ্ভাসিত ও উচ্চকিত হয়ে উঠছে অযুত মানবাত্মার দিকদিগন্ত। কিন্তু, দুঃস্বপ্ন ও আলস্যের সন্তান যারা; অন্ধকার যাদের প্রিয় আস্তানা; তারা সেই পূত আলোকের কিরণপ্রপাত সইতে পারে নি; তাই বিকট প্রতিবাদ ও সতর্কবাণীতে কোলাহল তুলেছে তারা। কিন্তু,

খুশীই হয়েছি আমরা। খুশী হয়েছি কারণ, ঘুম অন্ততঃ তাদের টুটে গেছে—চোখে-মুখে মোহাম্মদীয় নুরের কিরণাঘাত লেগে গেছে। এখন খোদা চাইলে—তাদের জড়তাও কেটে যাবে, দৃষ্টির ঝাপ্‌সাও সেরে যাবে। এটাই হোক, এটাই আমাদের একান্ত কাম্য। এই আশা ও ভরসা নিয়েই লেখা হয়েছিল উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি। লিখেছেন বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব। লেখক একজন বিদগ্ধ আলেম। ধর্মের তথা দ্বীন-ইসলামের সেবায় ও উৎসর্গে এতদ্দেশে বলা যায় অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পূত আদর্শে ও তরিকায় নিবেদিত প্রাণ। তাই, ইসলামের পুণঃ প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের ইলাহী সেলসেলার তবলীগি প্রোগ্রাম অনুসারে এ দেশের সর্ব-মানুষের ইহ ও পারলৌকিক মঙ্গলাকাঙ্খায় লিখেছেন তিনি ঐ নিবন্ধ-নিচয়। নির্লিপ্ত ও নিরুত্তাপ ছিল এর রচনা। আঘাত নয়, মমতায় নিষিক্ত প্রাঞ্জল ভাষায় সত্য ও সুন্দরের প্রতি ডাক দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। সে ডাক শুনেছেনও অনেকেই। অনেকেই সাড়াও দিয়েছেন। সুধীজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এদিকে। অনেকে এগিয়ে এসেছেন আবাহনে—আবার কেউ কেউ বা বিতাড়নে। কিন্তু, আলো কি বিতাড়িত হয়? হয় না। হয় আরও প্রসারিত, আরও উদ্ভাসিত। হয়েছেও তাই। তাই পুনরায় লিখছি আমরা। লিখছি ঐ প্রতিবাদ ও সতর্কবাণীর কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার অপসারণ করার জন্য। প্রতিবাদ করা হয়েছিল যে, আমরা হযরত খাতামান্নাবিয়ীন (সাঃ)-এর পরে উম্মতি নবীর আগমনের দুয়ার চিরতরে বন্ধ করে দিই না কেন? কেনই বা আমরা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে হিজরী চতুর্দশ শতকের মুজাদ্দিদ ও প্রতিশ্রুত মসিহ ও ইমাম মাহদী হিসাবে মানি এবং তাদের সবাইকে মানতে বলি? এছাড়া, ফের যেন আমরা তাদেরকে যামানার মুজাদ্দিদ, ঈসা মসিহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-কে মানার জন্য আহ্বান না জানাই। এবং ফের যেন আমরা আগমনকারী ঈসা মসিহ (আঃ)-কে নবী হিসাবে না মানি এবং না প্রচার করি। সেই জন্যই উচ্চারিত হয়েছিল সক্রোধ সতর্কবাণী। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আমাদেরকে মানতেও হয়, প্রচারও করতে হয়। কেননা, ইহাই যে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল খাতামান্নাবিয়ীন (সাঃ)-এর প্রকাশ্য হুকুম। এ হুকুম অমান্য করার স্পর্ধা অন্য কারো থাকলে আমাদের তো নেই। তাই, আমরা আবার লিখছি, এবং আল্লাহর ওয়াস্তে 'তবলীগে হক'-এর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই লিখছি।

এবারে, বিতর্কিত বিষয়সমূহের দ্বীনি সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখেছেন জামাতে আহমদীয়ার ঢাকাস্থ মিশনারী মোহতারম মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, বি, এ, ফাজেল ও শাহেদ, তিনি দ্বীন-ই-ইসলামের খেদমতে ওয়াকেফ-এ-জিন্দেগী; হকীকি আলেম ও অভিজ্ঞ মোবা-ল্লেগ। আমাদের মিশনারীদেরকে আমরা মনে করি আধ্যাত্মিক চিকিৎসাবিদ। সুচিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক সময় কটু দাওয়াই দিতে হয় রুগীদেরকে; প্রয়োজনে শল্য চিকিৎসাও বিধেয়। এবং এটাই কর্তব্য। এ ক্ষেত্রেও সেই কর্তব্য সুসম্পন্ন করা হয়েছে দক্ষ হাতে। মওলানা

আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের সুলিখিত প্রবন্ধটিতে সফল বিতর্ক অবসানের সকল প্রয়াস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খতমে নবুয়ত এবং ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন সংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ে কুরআন করীম, হাদীসে রসুল (সাঃ), হকীকি উলেমা ও সর্বজনমান্য বুজুর্গানে-দ্বীনের অভিমত সহযোগে আলোচনা করে সত্যকে অবিসংবাদিতরূপে সাব্যস্থ করা হয়েছে ঐ প্রবন্ধে। এতে নিরপেক্ষ ও সত্যান্বেষী পাঠকের যাবতীয় সংশয়ের নিরসন হবে বলেই আমার বিশ্বাস। সময়ের সল্পতা হেতু কিছু ব্যস্ততার মধ্যে লিখিত হলেও আলোচনাসমুহে যে সকল মুল্যবান তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে—যে সকল আলোকময় রুহানী তত্বের উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে তা যে কোন সত্য-সাধক ও সৎ স্বভাবের পাঠককে নূরে-মোহাম্মদীর আলোকে নেকপথে পরিচালিত করবে সন্দেহ নেই। শুভ এবং সত্যের যে রূহানী আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে এতৎসঙ্গে প্রকাশিত নিবন্ধটির প্রতিটি দলিল ও প্রতিটি প্রমাণ থেকে, তা সবার হৃদয়কে বিভাসিত করে তুলুক, ইহাই আল্লাহতায়ালার সমীপে আমাদের নির্বিরাম প্রার্থনা।

মনে আমার আনন্দের সঞ্চার হয় এই জন্যে যে, যাঁরা বলেন খাতামান্নাবিয়ীনের পর আর কোনও প্রকারের নবীর আগমন হবে না; তাঁরা তা বলেন এই ভেবেই যে, এতে হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর মোকাম ও মর্যাদার হানি হয়ে যায়। হুজুর (সাঃ)-এর প্রতি এটা তাদের এক-প্রকার ভক্তি-ভালবাসারই প্রকাশ। এবং এই মহব্বতের জন্যই তাঁরা প্রতিদিন দরুদও পাঠ করেন বহুবার। কিন্তু আফসুস, যদি একটু গভীরভাবে খোলামন নিয়ে চিন্তা করতেন তাঁরা, তাহলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতেন যে, ঐ দরুদ শরীফের মধ্য দিয়ে এই দোয়াই করা হচ্ছে যে, হে আল্লাহ, হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও তাঁর বংশ-ধরগণের উপর নবুয়তের যে আশীষ ও বারাকাত তুমি জারি রেখেছিলে, তদ্রূপ নবুয়তের আশীষ ও বারাকাতের সেই ধারা তুমি জারি রাখিও মোহাম্মদ ও তাঁর আহ্‌ল বা অনুসারীদের মধ্যে। এবং এ জন্যই দরুদ পাঠের এত অফুরন্ত ফজিলত। অবশ্য, আল্লাহ-পাক আপন অগণিত বান্দাদের এই দোয়া শুনেছেন। বান্দা না জেনে, না বুজেই দোয়া করেছে,—খোদা রহমানুর রহীম বান্দার সেই অবুজ দোয়াও কবুল করেছেন। দোয়ার কবুলিয়াতের সেই তাৎপর্য ও মর্যাদা খোদা আলীমুন হাকিম তাঁর অবুজ বান্দাদেরকে বুঝিয়ে দিন এই দোয়াই করি।

আল্লাহুমা সাল্লে আলা মোহাম্মাদেঁও ওয়া আলে মোহাম্মাদিন ওয়া বারেক
ও সাল্লেম ইন্নাকা হামীদুম মজীদ—আমিন ॥

খাকসার—

শাহ্‌ মোস্তাফিজুর রহমান
সেক্রেটারী, প্রকাশনা ও প্রণয়ন
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, ঢাকা।
১।২।৮০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃঃ
আহ্‌মদীয়া জামাতের পরিচয়—	১
আহ্‌মদীয়া জামাতের আকায়েদ—	৩
মুজাদ্দেদগণের আগমণ অনস্বীকার্য	
চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ কে?	৪
হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে	
ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব—	৫
বুজুর্গানে-উম্মতের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ—	৬
ত্রিশজন নবী দাবীকারক মিথ্যাবাদী বনাম	
এই উম্মতে আগমনকারী 'প্রতিশ্রুত নবীউল্লাহ—ঈসা' (আঃ)	১০
প্রতিশ্রুত মসীহ্ এই উম্মতেরই এক ব্যক্তি হইবেন—	১২
একটি নিরপেক্ষ অভিমত—	১৪
'খাতামান-নবীয়ীন'-এর অর্থ—	১৫
হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কল্যাণবর্ষী শেষ নবুয়ত	১৮
দরদে-দেলের সহিত আবেদন—	১৯
সর্বজন-মান্য বুজুর্গানে-উম্মতের দৃষ্টিতে	
খতমে-নবুয়ত সংক্রান্ত সর্বসম্মত আকীদা বা অভিমত—	২১

بسم الله الرحمن الرحيم

'প্রতিবাদ ও সতর্কবাণী'-এর উত্তর

প্রসঙ্গ ঃ—

হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কল্যাণবর্ষী শেষ নবুয়ত

আহমদীয়া জামাত ইং ১৮৮৯ সালে (হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) পবিত্র কুরআন হাদিস ও অবশ্য-মান্য সকল বুজুর্গানে-দ্বীনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলমানদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক অধপতন ও অবক্ষয়ের এবং জগৎ ব্যাপী পাশ্চাত্য ইয়াজুজ-মাজুজী ও দাজ্জালী খৃষ্টিয় দানব-শক্তি সমূহের প্রাদুর্ভাবের ও প্রসারের যামানায় প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্তৃক পবিত্র কুরআন-হাদিস ভিত্তিক যুক্তি-প্রমান ও জীবন্ত নিদর্শনাবলীর দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঐশী পরিকল্পনায়, ইসলামের উপর পরিচালিত সকল অভিযোগ ও আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ইসলামকে উহার অনাবিল সৌন্দর্য-শক্তিতে সারা বিশ্বে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। এই জামাত আল্লাহতায়ালার চিরাচরিত অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁহার স্বহস্তে স্থাপিত ইলাহী জামাত। এলাহী জামাতকে চিরকালই সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। আহমদীয়া জামাতের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই উম্মতে হযরত ইমাম হুসেন (রাঃ), ইমাম বোখারী, ইমাম আবু হানিফা হইতে লইয়া মনসুর হাল্লাজ (রহমতুল্লাহ্ আলাইহিম) পর্যন্ত সকল মুজাদ্দিদ ও অগণিত বুজুর্গানের বিরুদ্ধে সকল যুগেই এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ কুমতবীদের কুফরী ফতোয়াবাজীর আঘাত হানা হইয়াছে। ইমাম মাহদীকে ও তাঁহার জামাতকেও বিশেষভাবে কুফরী ফতোয়া ও জঘণ্য মিথ্যা অপবাদের শিকারে পরিণত করা হইবে বলিয়া পবিত্র কুরআন ও হাদিস এবং বুজুর্গানে-দ্বীনের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। (দেখুন সুরা সাফ ৭, ৮, ৯; মকতুবাতে ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদ আলফেসানী ২য় খণ্ড ৫৫ নং পত্র; ফতুহাতে মক্কিয়া পৃঃ ২৭৩) তদনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জামাত উহার ভিত্তি পত্তনের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া অদ্যাবধি চরম বিরোধিতা, অলীক ও ডাহা মিথ্যা অপবাদ, অশ্লীল গালি-গালাজ এবং পাহাড় সমান বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসিতেছে। আর এসবকিছু অতিক্রম করিয়া উহার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে তথা সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার ও উহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় স্বীয় বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া চলিয়াছে। প্রতিশ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত খেলাফতের স্বর্গীয় নেতৃত্বাধীন তাহাদের সংখ্যা এপর্যন্ত এক কোটিকেও ছাড়াইয়াছে; জগৎ ব্যাপী ইসলাম-প্রচার-কেন্দ্র সমূহ প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় রহিয়াছে, আন্তর্জাতিক ভাষা এ্যাসপারেন্টো সহ ২০টি প্রধান প্রধান ভাষায় পবিত্র কুরআনের তরজমা ও তফসীর প্রকাশিত হইয়াছে, বিদেশে বিশেষতঃ

খ্রীষ্টান দেশগুলিতে ৫১২টি মসজিদ, ৬২টি স্কুল-মাদ্রাসা-কলেজ এবং অনেকগুলি হাসপাতাল কায়েম হইয়াছে, বিভিন্ন ভাষায় বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পাইতেছে ও অগণিত ইসলামী লিটারেচার পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ এবং রেডি ও টেলিভিশনের মাধ্যমেও প্রচার হইতেছে। বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত মুবাল্লেগ অদম্য উদ্দীপনায় ইসলামের শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ ও পবিত্র শিক্ষা ও আদর্শের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রত্যক্ষ সাহায্যে কার্যকর ও প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করিয়া চলিয়াছেন। অতএব, কঠোর বিরোধিতা সত্বেও ইসলামের অদম্য সেবায় অগ্রসরমানতা ও সাফল্য এই ইলাহী সিলসিলার সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আহ্‌মদীয়া জামাত কর্তৃক ইসলাম ও মসলমানদের কল্যাণকর সেবার গৌরবময় ইতিহাস সাধারণ ভাবেই সুপরিচিত ও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। প্রতিটি ন্যায়পরায়ণ ইসলাম-দরদী ব্যক্তি মাত্রই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন, এমনকি আহ্‌মদীয়াতের ঘোর বিরোধীরাও মুগ্ধ হইয়া স্বতঃস্ফূর্তরূপে স্বীকৃতিদানে বাধ্য হইয়াছেন—উহার বহু নজির রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দুই-একটি উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া গেল।

আহ্‌মদীয়া মতবাদের একটি ঘোর বিরোধী মিশরীয় পত্রিকা "আল-ফাতাহ্‌"-এর সম্পাদক সাহেব এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন :

"আমি যখন সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টিপাত করিলাম, তখন কাদিয়ানীদিগের আন্দোলনটিকে বিস্ময়কর পাইলাম। তাহারা বক্তৃতা ও লেখনীর সাহায্যে বিভিন্ন ভাষায় তাহাদের আওয়াজ উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছে।"

অতঃপর এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকায় আহ্‌মদীয়া জামাত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রচার-কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে প্রশংসামূলক বক্তব্য রাখিয়া তিনি বলেন,—"আহ্‌মদীরা খৃষ্টান পাদ্রীদের চাইতে অধিকতর সফলকাম, কেননা তাহাদের কাছে ইসলামের সত্য ও সূক্ষ্মতত্বাবলী রহিয়াছে।" অতঃপর লিখেন :

"যে ব্যক্তিই তাহাদে (আহ্‌মদীদের) আশ্চার্যজনক কার্যাবলী অবলোকন করিবে সে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না যে, কিভাবে এই ক্ষুদ্র জামাতটি কত বড় মহান জেহাদ করিতেছে, যাহা কোটি কোটি মুসলমানগণও করিতে পারেন নাই।"

(কায়রো হইতে প্রকাশিত পত্রিকা "আল-ফাতাহ্‌", ২রা জামাদিয়ুস-সানি, ১৩৫১ হিঃ)

জামাতে ইসলামীর মুখপত্র 'আল-মুনীর'-এর সম্পাদক সাহেব এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন :

"কাদিয়ানী মতবাদের মধ্যে হিতকাজে যে নিপুনতা রহিয়াছে, ইহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল তাহাদের সেই মহান প্রচেষ্টা যাহা তাহারা ইসলামের নামে যে প্রচার কার্য বহির্দেশে পরিচালনা করিতেছে। তাহারা বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষায় কুরআন শরীফের তরজমা করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে পেশ করিতেছে, ত্রিত্ববাদের মতবাদ খণ্ডন করিতেছে ও বিদেশে মসজিদ নির্মাণ করিতেছে এবং যে স্থানেই সম্ভব ইসলামকে শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্মরূপ উপস্থাপিত করিতেছে।"

(লায়েলপুর (পঃ পাঞ্জাব) হইতে প্রকাশিত পত্রিকা "আল-মুনীর' ১০ই আগষ্ট ১৯৫৬ইং)

খ্রীষ্টানদের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছর হইতে পরিচালিত জোর তৎপরতা ও প্রসারতাকে লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন মহলের উদ্বেগ এবং ধর্মীয়-রাজনৈতিক সকল মহলের নিষ্ক্রীয় ভূমিকার প্রেক্ষিতে আহ্‌মদীয়া জামাত ইদানীং দুই একটি দৈনিক পত্রিকায় খ্রীষ্টানদের মোকাবেলায় শালীনতা ও বিনয়ের সহিত বলিষ্ঠ যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি বিজ্ঞাপনাকারে প্রচার করে। প্রতিটি ইসলামপ্রিয় ব্যক্তির দৃষ্টিতেই আহ্‌মদীয়া জামাতের এই সময়োপযোগী গুরুত্বপূর্ণ ও হিতকর পদক্ষেপটি প্রশংসার যোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এক শ্রেণীর ধর্মীয় ছদ্মবেশী মহল ইসলাম প্রচারে সক্রিয়রূপে নিয়োজিত দেশ-প্রেমিক শান্তিপ্রিয় আহ্‌মদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে 'প্রতিবাদ ও সতর্কবাণী' শিরোনামে গর্হিত মিথ্যা অপবাদ-পূর্ণ অশ্লীল ভাষায় একটি হ্যাণ্ডবিল এবং পত্রিকায় একটি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের জন্য ইহা নুতন বা আশ্চার্য্যের কিছুই নয়। উক্ত শ্রেণীটির ইহা চিরাচরিত রীতি। ইহা তাহাদের একমাত্র অশুভ অস্ত্র যাহা আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধে সব সময়ই বিশেষতঃ পাকিস্তান আমলে উক্ত মহলটির পক্ষ হইতে ব্যবহার করা হইয়া আসিয়াছে।

বর্তমান পাকিস্তানে ৭৪ সালে একটি বিশেষ ষড়যন্ত্রের অধীনে উলামার দ্বারা রাজনৈতিক আন্দোলন এবং আহ্‌মদীদের উপর ইতিহাসের জঘন্যতম পৈষাচিক অত্যাচার করাইয়া, ইসলামের শাশ্বত ন্যায়নীতি—'ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ জবরদস্তি নাই'—(সুরা বাকারাহ ঃ ২৫০)-এর সম্পূর্ণ বিপরীত পথে জোরপূর্বক ও রাজনৈতিক উপায়ে আহমদী মুসলিমদিগকে সরকারী অমুসলমান এবং অন্যান্য ফেকরার মুসলমানদিগকে সরকারী মুসলমান হিসাবে নিরূপিত করার এক অভিনব, হাস্যাস্পদ ও অনৈসলামিক দৃষ্টান্ত কায়েম করা হইয়াছে। 'খোদার উপর খোদকারি' মুলক উক্ত ঘটনাটির পর পরিণামে সেখানে সংঘটিত আরও ভয়াবহ দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলী কাহারও অজানা নাই। 'ফা'তাবেরু ইয়া উলিল আবসার।''

আহ্‌মদীয়া জামাত কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' — ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কল্যাণবর্ষী পূর্ণ শরিয়তবাহী শেষ চিরস্থায়ী নবুওত, একমাত্র কোরআন এবং ইসলামের সকল সর্বসম্মত আকীদা ও আদর্শে অবিচল বিশ্বাসের অধিকারী। আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার বহুল প্রচারিত সুস্পষ্ট লিখা সমূহ এবং আহ্‌মদীদের কর্মময় জীবন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বহণ করে, এবং বিদ্বেষবশতঃ বা রাজনৈতিক কুমতলবে সরলপ্রাণ মানুষকে উত্তেজিত বা বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর পক্ষ হইতে আহ্‌মদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে প্রচারিত সকল মিথ্যা অপবাদকেও সন্দেহাতীতরূপে খণ্ডন করে।

দৈনিক ইত্তেফাকের ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ ইং সংখ্যায় চিঠিপত্র-কলমে ওলামায়ে কেরাম-এর পক্ষে (হযরত মাওলানা) মোহাম্মদুল্লাহ (হাফেজজী হুজুর)-সাহেবের তরফ হইতে "প্রতিবাদ ও সতর্কবাণী'' শিরোনামে প্রাকাশিত পত্রটিতে তিনি বিগত ১৪-১২-৭৯ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে '১৪০০ হিজরী' ক্রোড়পত্রে 'বিশ্বনবী ও বিশ্বধর্ম' শিরোনামে আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, বাংলাদেশ-এর পক্ষ হইতে একটি প্রকাশিত প্রবন্ধে হযরত মীর্জা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদরূপে দেখান হইয়াছে

বলিয়া, ইহাকে অকারণে বিদ্বেষ বশতঃ তিনি বা তাঁহারা 'অতি চাতুর্যপূর্ণ ও ধূর্ততা' বলিয়া দেখিতে পাইয়াছেন এবং ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ লিখিয়াছেন যে :—

"মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পরে কোন নবী আসিবেন না বলিয়া প্রতিটি ঈমানদার মুসলমান বিশ্বাস করেন। এ সম্পর্কে নবী করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন— "আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী আসিবে। তাহাদের প্রত্যেকেই দাবী করিবেন যে সে আল্লাহ্‌র নবী ; অথচ আমি শেষ নবী, আমার পর কোন নবী নাই।"

মুজাদ্দিদগণের আগমন অনস্বীকার্য্য

উক্ত পত্রের ধারাবাহিক বর্ণনার মধ্য দিয়া তিনি ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যেহেতু রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) শেষ নবী সেজন্য উম্মতে গ্লানি দূর করার এবং ইসলামের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে মুজাদ্দিদও আসিতে পারিবেন না। তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আবু দাউদ ২য় খণ্ডে বর্ণিত প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহ্‌র তফর হইতে মুজাদ্দিদগণের আবির্ভাব সংক্রান্ত নিম্নলিখিত হাদিসটি এবং তদনুযায়ী প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে সমাগত মুজাদ্দিদগণের আগমনকে তিনি কি মিথ্যা বলিতেছেন এবং অস্বীকার করিতেছেন ? হাদিসটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها -
(ابو داؤد جلد ۲ كتاب الملاحم)

অর্থ—"নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য তাহাদের উদ্দেশ্যে ধর্মের সংস্কারার্থে মুজাদ্দিদগণকে পাঠাইতে থাকিবেন।"

উক্ত হাদিস অনুযায়ী উম্মতে সমাগত মুজাদ্দিদগণের তালিকা হিঃ ১২৯১ সনে আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খান প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হুজাজুল কিরামা'-এর ১৩৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহাদের অন্যতম কয়েকজনের প্রসিদ্ধ ও জনবিদিত নাম দেওয়া গেল : মুজাদ্দিদ আলফেসানী হযরত আহমদ সারহেন্দী (রহঃ), সৈয়দ আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ), শাহ্ ওলিউল্লাহ (রহঃ), সৈয়দ আহমদ বরেলবী (রহঃ),—তের শতাব্দীর মুজাদ্দিদ পর্যন্ত উক্ত তালিকায় বর্ণিত আছে।

সুতরাং এই উম্মতে মুজাদ্দিদগণের আবির্ভাব অস্বীকার করা ইসলাম বিরোধী কথা। এজন্য আমরা ইহার প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি এবং দোওয়া করিতেছি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা সকলকে এরূপ অস্বীকার ও বিভ্রান্তি হইতে রক্ষা করুন। আমিন।

এরপর, পবিত্র হাদিস অনুযায়ী চৌদ্দ শতাব্দীতেও মুজাদ্দিদের আবির্ভাব জরুরী ছিল। চৌদ্দ শতাব্দীর এখন শেষ বছর চলিয়া যাইতেছে। এই চলিয়া যাওয়া শতাব্দীর শিরোভাগে আগত মুজাদ্দিদ কে এবং কোথায় ? হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ) ছাড়া অন্য কেহ কি আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করিয়াছেন ? কেহ কি তাহা বলিয়া দিতে পারিবেন ? না, কখনও না। এতদ্ব্যতীত পবিত্র কোরআন, হাদিস এবং উম্মতের সর্বসম্মত মত ও ভবিষ্যদ্বানী এই ছিল যে চৌদ্দ শতাব্দীর শিরোভাগে আগমনকারী মুজাদ্দিদই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হইবেন। (দেখুন, হুজাজুল কেরামাহ পৃঃ ১৩৯ এবং আরও অনেক গ্রন্থ)

হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে
ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব

পবিত্র কুরআন ও হাদিস মূলে এই উম্মতে হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব একটি 'এজমায়ী আকীদা' তথা সর্বসম্মত অনস্বীকার্য ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী। পবিত্র কুরআনে সুরা আল-সাফের ১ম রুকুতে বর্ণিত—

"হুয়াল্লাযি আরসালা রসুলাহু বিলহুদা ও দ্বীনিল হাক্কে
লেইউয়জহেরাহু আলাদ্দীনে কুল্লেহি"—

অর্থ—সেই আল্লাহ যিনি তাঁহার রসুলকে পূর্ণ হেদায়েত এবং সত্য দ্বিন সহকারে অপর সকল দ্বীন ও মতবাদের উপর উহাকে (ইসলাম বা এই রসুলকে) জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন"—(৯নং আয়াত) সম্বন্ধে শিয়া ও সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ের ইমাম ও আলেমগণ সর্বসম্মতি ক্রমে স্বীকার করিয়াছেন ও তফসীর গ্রন্থাবলীতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 'উক্ত আয়াতে ঘোষিত ইসলামের প্রধান্য বিস্তারের ওয়াদা ইসলামের চরম অধঃপতিত ও বিপদ সঙ্কুল আখেরী যুগে প্রতিশ্রুত ঈসা ইবনে মরিয়ম ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিবে।' (দেখুন, তফসীর ইবনে জরীর, পৃঃ ১৫৪ ও তফসীর জামেউল বাইয়ান, পৃঃ ২৯—উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে ; তেমনভাবে শিয়াগণের সর্বস্বীকৃত গ্রন্থ বেহারুল আনওয়ার ১৩ খণ্ড ১২ পৃঃ এবং তফসীর কুম্মী—উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে)।

পবিত্র কুরআনে সুরা মুজাম্মিলের ১ম রুকুতে বর্ণিত ১৬নং আয়াত অনুযায়ী হযরত মুসা (আঃ)-এর সহিত রসুল করীম সাঃ)-এর সাদৃশ্য এবং সুরা নূরের সপ্তম রুকুতে বর্ণিত ৫৫নং আয়াত অনুযায়ী মুসলিম উম্মতের সংস্কারক ও খলিফাগণের পূর্ববর্তী মুসায়ী উম্মতের সংস্কারক ও খলিফাগণের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার ওয়াদা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিতেছে যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর উম্মতে তাঁহার পরে চতুর্দশ শতাব্দীর মাথায় যেভাবে মুসায়ী উম্মতের এক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ) ইস্রাইলী মসীহ হিসাবে তওরাত-শরীয়তের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও ইহুদীদের সংস্কারের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, তেমনিভাবে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর উম্মতেও তাঁহার পর চতুর্দশ শতাব্দীর মাথায় এই উম্মতেরই এক ব্যক্তি মুহাম্মদী মসীহ ইমাম মাহদীরূপে কুরআনী শরীয়তের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও প্রধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে আগমন করিবেন। সুতরাং উভয় উম্মতে ওয়াদাকৃত সাদৃশ্যপূর্ণ সময়ের ব্যবধানে অর্থাৎ চৌদ্দ শতকের মাথায় প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্দীর আবির্ভাব হইবে বলিয়া পবিত্র কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত।

উল্লিখিত আয়াতদ্বয় ব্যতীত পবিত্র কুরআনের আরও বহু স্থানে আখেরী যুগের প্রতিশ্রুত সংস্কারক মহাপুরুষ সমন্ধে সুস্পষ্ট উক্তি বা ইশারা বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আয়াত এবং স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহুঃ) কর্তক ব্যক্ত উহার তফসীর বা ব্যাখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল।

সুরা জুম্‌য়া প্রথম রুকুতে বর্ণিত—"ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু হেবিম' —অর্থাৎ "রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) পরবর্তীদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে প্রেরিত হইয়া তাহাদিগকে কুরআন ও উহার তাৎপর্য শিক্ষা দিবেন, তাহাদের আত্মশুদ্ধি করিবেন এবং তাহাদের সামনে নিদর্শনাবলী ও যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিবেন,—সেই পরবর্তীগণের মধ্যে যাহারা এখনও সাহাবাদের সঙ্গে যুক্ত হন নাই"—(৪নং আয়াত) সমন্ধে সাহাবা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উহার ব্যাখ্যা স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদিসে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন ঃ

"লও কানাল ইমানু মুয়াল্লাকাম বিস্‌সুরাইয়া লা'নালাহু
রজুলুন মিন হাউলায়ে।" (বুখারী—কেতাবুত তফসীর)

অর্থ—"পারশ্য বংশদ্ভূত এক ব্যক্তি সপ্তর্ষিমণ্ডলে চলিয়া যাওয়া ঈমানকে ধরা-পৃষ্ঠে নামাইয়া আনিবেন।"

ঈমান-শুণ্য অনাচারপূর্ণ যুগে পারশ্য বংশদ্ভূত মহাপুরুষের আগমনকেই উক্ত হাদিসে হযরত নবী করীম (সাঃ) উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত তাঁহার "দ্বিতীয় আবির্ভাব' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং অপরাপর হাদিসে তাঁহাকে ইমাম মাহ্‌দী বলিয়া অভিহিত কয়িয়াছেন, যাহার আবির্ভাবের নির্দিষ্ট সময় উল্লেখিত আয়াত সমূহে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগ বা প্রারম্ভকাল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

সুতরাং পবিত্র কুরআন ও হাদিসের মূলে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের জন্য হিজরী ত্রয়দশ শতাব্দীর শেষভাগ অথবা হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের উপরই তেরশত বৎসরব্যাপী সর্বসম্মতক্রমে উম্মতের রব্বানী উলামা এবং বুজুর্গানের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। সুতরাং এপ্রসঙ্গে অগণিত উদ্ধৃতির মধ্যে মাত্র কয়েকটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল ঃ

(১) প্রখ্যাত আহলে-সুন্নত ইমাম হযরত মুল্লা আলী কারী (রাহঃ) বলিয়াছেন ঃ

"ওয়া ইয়াহ্‌তামেলু আইইয়াকুনা আল্লামু ফিল মেয়াতাইনে বা'দাল আলফে ওহুয়াল ওকৃতু লেযহুরিল মাহদীয়ে।"

অর্থ—"মাহ্‌দী সম্পর্কিত লক্ষণসমূহ দুইশত বৎসর পর প্রকাশিত হইবে"—(মেশকাত শরীফে বর্ণিত) হাদিসটির অর্থ এই বুঝায় যে, নবী করীম (সাঃ)-এর হিজরতের এক হাজার বৎসর অতিক্রম হওয়ার পর আরও দুইশত বৎসর অতিবাহিত হইলে অর্থাৎ বারশত বৎসর পর নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ সমূহ প্রকাশ হইবে এবং উহাই ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যাহির হওয়ার সময়।"
[মেরকাত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫ এবং মিশকাত, পৃঃ ২৭১]

(২) হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর একটি হাদিস আছে যাহা 'আল-নাজমুস-সাকেব' গ্রন্থে আল্লামা আব্দুল গফুর (রহঃ) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

"আন হুযাইফাতা ইবনে ইয়ামানিন, কালা কালা রসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা—"ইযা মাযাত আলফুন ও মেয়াতাইনে ও আরবাউনা সানাতান ইউবয়েসুল্লাহুল মাহদীয়া।'

অর্থ—হযরত হুজায়ফা বিন ইয়ামান হইতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়াছেন যে, "যখন ১২৪০ বৎসর (বাদ হিজরত) অতিক্রান্ত হইবে, তখন আল্লাহতায়ালা ইমাম মাহ্দীকে পাঠাইবেন।" (আল-নাজমুস সাবেক ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৯)

(৩) উম্মতে মুজাদ্দিদগণের আগমন সংক্রান্ত হাদিসে হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়াছেন যে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহতায়ালা এই উম্মতের মধ্যে তাহাদের ধর্মের গ্লানি দূর করার উদ্দেশ্যে মুজাদ্দিগণকে পাঠাইতে থাকিবেন।" (আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, ২০৯ পৃঃ)

(৪) হিজরী ১২৯১ সালে প্রণীত ও প্রকাশিত 'হুজাজুল কেরামাহ' প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তের শতাব্দী ব্যাপী মুজাদ্দিদগণের তালিকা প্রদানের পর লিপিবদ্ধ আছে যে,

"চতুর্দশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার পথে পূর্ণ দশ বৎসর কাল অবশিষ্ট আছে। যদি মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ ইতিমধ্যে যাহির হন, তাহা হইলে তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদ হইবেন।" (হুজাজুল কেরামাহ, পৃঃ ১৩৯)

উক্ত গ্রন্থের ৩৭৫ পৃষ্ঠায় আরও বর্ণিত আছে :—

"আলেম ও অলি-আল্লাগণের ঐক্যমত যে ইমাম মাহদী হিজরী ত্রয়দশ শতাব্দী অতিক্রম হইবার পূর্বেই আবির্ভূত হইবেন।"

(৫) দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রনায়ক হযরত ওলী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) তাঁহার প্রণীত 'তাফহীমাতে রব্বানীয়া' গ্রন্থের ২য় খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "আমাকে আমার রব আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু জানাইয়াছেন যে, ইমাম মাহদী আবির্ভূত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।" তেমনিভাবে "আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে আরও জানাইয়াছেন, যে, ইমাম মাহদী হিজরী ১২৬৮-এর পর আবির্ভূত হইবেন।" (হুজাজুল কেরামাহ ; পৃষ্ঠা ৩৭৪)

(৬) হযরত শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) তাঁহার রচিত "তোহফা ইসনা আশারীয়া" গ্রন্থে এবং হযরত ইসমাইল শহীদ (রহঃ) 'আরবাইন' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"ত্রয়দশ শতাব্দীর পরে পরেই ইমাম মাহদীর আগমনের অপেক্ষা করা উচিৎ।"

(৭) প্রায় আট শত বৎসর পূর্বে একজন সাহেব-কাশ্‌ফ বুজর্গ হযরত নে'মাতুল্লাহ ওলী (রহঃ) তাঁহার প্রসিদ্ধ ফারসী কসীদায় আখেরী যুগের ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া "গাফ-রে" অর্থাৎ হিজরী বার শতাব্দীর পর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন :

"মাহ্দী ও ঈসায়ে দওরাঁ—
হার দো রা শাহ্‌সওয়ার মিবীনাল।"

অর্থাৎ—"সেই সময়ে মাহদী ও ঈসা উভয়কে আমি একজন আশ্বারহী রূপে দেখিতে পাইতেছি।" ['আরবাইন ফি আহওয়ালেল মেহদিয়ীন'—হিঃ ১২৬৮ সালে হযরত ইসমাইল শহীদ প্রণীত গ্রন্থে সন্নিবেশীত উক্ত কসীদার প্রমাণ্য ভাষ্য, 'মকতাবা পাকিস্তান' কর্তৃক প্রকাশিত]।

(৮) হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরবী (হিঃ ৬২৮ সালে ওফাতপ্রাপ্ত) তাঁহার প্রণীত 'ফসুসুল হিকাম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব হিঃ ১২৯১ সনে সংঘটিত হইবে।" [মুকাদ্দামা ইবনে খলদুন পৃঃ ৩৬৪—মৌলানা সাইদ হাসান, ফাজেলে-ইলাহিয়াত কর্তৃক 'আহসানুল-মোতাবেয়ে' (করাচী) মুদ্রণালয়ে প্রকাশিত)।

তেমনিভাবে মুজাদ্দিদ আলফে-সানী হযরত আহমদ সারহেন্দী (রহঃ), হযরত আল্লামা আল-শা'রানী [হিঃ ৯৭৫ ওফাত প্রাপ্ত] এবং আরও অসংখ্য বিশিষ্ট আলেম এবং অলি-আল্লাগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং আল্লাহ প্রদত্ত স্বীয় জ্ঞান ও ইলহাম মুলে সর্ববাদি-সম্মতরূপে বলিয়া গিয়াছেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব হইবে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে।

(৯) আল্লামা নওয়াব আবুল খাইর নুরুল হাসান খান হিঃ ১৩০১ সনে তদীয় গ্রন্থ 'ইকতেরাবুস-সায়া' ২২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন ঃ

"এই হিসাবেই মাহদী [আঃ]-এর আবির্ভাব ত্রয়দশ শতকে হওয়া উচিত ছিল কিন্তু উক্ত শতক যদিও সম্পুর্ণ অতিবাহিত হইল, তবুও মাহদী আবির্ভুত হইলেন না। এখন চতুর্দশ শতাব্দী আমাদের মাথায় উপস্থিত। এই শতাব্দী হইতে অত্র পুস্তক লেখা পর্যন্ত ছয় মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে। হয়ত আল্লাহ্তায়ালা আপন ফজল ও আদল এবং রহম ও করম বর্ষণ করিবেন, আর চার ছয় বৎসরের মধ্যেই মাহদী [আঃ] আবির্ভুত হইয়া যাইবেন।"

"এখন হিজরী চতুর্দশ শতব্দীর শুভ সুচনা ঘটিয়া গিয়াছে, চতুর্দিকে আচ্ছন্ন ফেৎনা-ফসাদ ও বিশৃঙ্খলার দুঃসংবাদে কান ভরিয়া গিয়াছে। অপেক্ষা করুন, আর দেখুন, পরিণামে কি ঘটে, আমাদের ক্ষুৎ-পিপাসা-ক্লিষ্ট অবস্থা কি রং ও রূপ পরিগ্রহ করে?" [উল্লিখিত গ্রন্থের পৃঃ ২২১]

বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালা তাঁহার অবশ্যম্ভারী ওয়াদা অনুযাবী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগ—হিঃ ১২৯৩ সনে মুজাদ্দিদরূপে এবং উহার প্রারম্ভকাল—হিঃ ১৩০৬সনে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হিসাবে প্রত্যাদিষ্ট করিয়া ইসলামের সকল ভবিষ্যদ্বাণী ও ভবিতব্য পূর্ণ করিলেন। তিনি হিঃ ১২৫০ সনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার সত্যতার সপক্ষে কুরআন মজিদ, হাদিস শরীফ এবং অন্য সকল ধর্মগ্রন্থের আলোকে বিদ্যমান শত শত যুক্তি-প্রমাণ এবং একই রমজান মাসের নির্দিষ্ট তারিখদ্বয়ে চন্দ্র-গ্রহণ ও সূর্য-গ্রহণ সংঘটিত হওয়া সহ সহস্র সহস্র স্বর্গীয় নিদর্শনের মধ্যে একটি প্রকাশ্য নিদর্শন ইহাও যে, সময় ও যুগের অবস্থা তাঁহার অবির্ভাবের সত্যতা সাব্যস্ত করিয়াছে এবং প্রতিদিন উদীমান সুর্য এই বিষয়টিকে উজ্জ্বলতর করিয়া চলিয়াছে। আর নির্ধারিত সময়ে তাঁহার আগমনের পর যখন প্রায় একটি শতাব্দী পুর্ণ হইতে চলিয়াছে, তখন ইহার উজ্জ্বলতা প্রবল শক্তিতে প্রমাণ করিতেছে যে, জগতের জন্য এই বাস্তবতাকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং অপরাপর সকল ধর্ম-গ্রন্থের সকল ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই যুগে যে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল, তিনি হইলেন একমাত্র হযরত মীর্যা গোলাম

আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। নির্ধরিত সময়ে আল্লাহতায়ালার প্রত্যাদিষ্ট মসীহ ও মাহদী এবং সকল ধর্মের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হিসাবে একমাত্র তিনিই জগতের বুকে দণ্ডায়মান এবং তাঁহার জামাত ঐশী খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে অবিচল থাকিয়া যুক্তি-প্রমাণ ও ঐশী নিদর্শনাবলীর দ্বারা ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও সৌন্দর্যের প্রধান্য প্রতিষ্ঠার রাজপথে ক্রমঅগ্রসরমান।

উম্মতের সর্বসম্মত নির্ধারিত সময়ে তিনি ছাড়া আর কে দাবী করিয়াছেন? আর কাহার দাবী কার্য, জামাত ও সত্যতার জ্বলন্ত নিদর্শনাবালী সহকারে টিকিয়া আছে এবং অব্যাহত গতিতে অগ্রসরমান রহিয়াছে?

পবিত্র কুরআনে এ চির সত্যটিই বর্ণিত হইয়াছে:

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة

অর্থ—"পরিণামে ধ্বংস হইবে সেই ব্যক্তি যে দলিল-প্রমাণ ও নিদর্শনে মৃত সাব্যস্ত হয়, এবং যে দলিল-প্রমাণ ও নিদর্শনে জীবিত, সেই প্রকৃতপক্ষে জীবিত থাকিবে।" (সুরা আল-আনফাল

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ এবং ইমাম মাহদী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) বলেন: "মুসলমানগণের মধ্যে এক হাজারেও অধিক সংখ্যক সাহেবে-কাশ্‌ফ বুজর্গান তাঁহাদের কাশফ ও অভিজ্ঞানের মূলে এবং খোদাতায়ালার কালামের দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক সর্ববাদিসম্মতক্রমে বলিয়া গিয়াছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগকে কখনও এবং কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিবে না। আহলে-কাশফ (দিব্যজ্ঞানের অধিকারী) ওলি-আল্লাগণের এরূপ এক বিপুল সংখ্যক দল—যাহাদের মধ্যে পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণও শামিল—তাঁহারা সকলেই কি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইতে পারেন? তাহা কখনও সম্ভব নয়।" (তোহ্‌ফায়ে গোলড়াভিয়া, পৃঃ ১৩৪)

হযরত মির্যা সাহেব বলিয়াছিলেন: "ওয়াক্ত থা ওয়াক্তে মসীহা না কিসি আওর কা ওয়াক্ত। ম্যাঁয় না আতা তো কোই আওর হি আয়া হোতা!!

অর্থাৎ—'মসীহ ও মাহদীর নির্ধারিত আগমনকাল ইহাই ছিল। আমি যদি না আসিতাম তবে অন্য কেহ নিশ্চয় আসিত।।'

উক্ত সময়েই ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের দিকে সারা উম্মত এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল কিন্তু সেই নির্ধারিত সময়ে আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে যিনি আসিলেন তাঁহাকে যাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহারা অপর সকলকেও প্রতীক্ষায় রাখিয়া এই চলিয়া যাওয়া চতুর্দশ শতাব্দী ব্যাপী ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বিভিন্ন সময়ের নির্দেশ করিতে থাকিলেন; এমনকি মাত্র বছর দুইএক পূর্বেও এদেশেরই একজন সুপরিচিত জার্ণালিষ্টের পক্ষ হইতে পবিত্র কুরআন, হাদিস ও বুজুর্গানে-উম্মতের সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী এবং তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী সমূহকে উপেক্ষা করিয়া একজন আমেরিকান ইহুদী গণনাকারীণী জেনি ডিকসন-এর উক্তি অনুযায়ী ইং ১৯৮০ সালের দিকে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটিবে বলিয়া একটি পুস্তিকার মাধ্যমে প্রচার করা হইয়াছিল। কিন্তু সব গনণাই বিফলে গেল। পরিশেষে, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ইসলামের পবিত্র প্রাণকেন্দ্র বয়তুল্লাহ্ শরীফের অবমাননাকর ইতিহাসের

ঘৃণ্যতম ঘটনা ঘটাইয়া স্বঘোষিত মিথ্যাদাবীদার ইমাম মাহদী পরিণামে আত্মহত্যা বা নিহত হওয়ার মধ্য দিয়া প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের প্রতীক্ষার কল্পিত সর্বশেষ সীমাও অতিক্রান্ত বলিলেই চলে। কিন্তু তাই বলিয়া কুরআন, হাদীস ও বুজার্গানে-দ্বীনের সর্ব-সম্মত মত ও আকীদা অনুযায়ী হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে বা প্রারম্ভকালে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ, তাহা করিলে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সত্যতা, সংরক্ষণ ও বিশ্বব্যাপী প্রতিশ্রুত বিজয় সংক্রান্ত কুরআন-হাদিসের অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী ও নিদর্শনাবলী এবং দলীল-প্রমাণকে প্রত্যাখ্যান করার অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইতে হয়। আর যাহারা এই মারাত্মক ভ্রান্ত পথের পথিক হইয়া সরল বিশ্বসীদিগকেও বিভ্রান্ত করিতে চাহেন, তাঁহারা 'আর যাহা কিছুই হন, ইসলামের তথা মুসলমানদের বন্ধু হইতে পারেন না'।

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর কল্যাণবর্ষী শেষ নবুয়ত

ত্রিশজন নবী দাবীকারক মিথ্যাবাদী বনাম এই উম্মতে আগমনকারী 'প্রতিশ্রুত নবীউল্লাহ—ঈসা' (আঃ)

অতঃপর আলোচ্য পত্রটিতে লেখা হইয়াছে যে, "মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর পর আর কোন নবী আসিবে না।" ইহার পরই উম্মতের মধ্যে 'ত্রিশজন নবী দাবী-কারক মিথ্যাবাদীদের আসা' সংক্রান্ত হাদিসটি উদ্ধৃত করিয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বক্তব্যের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া ইতি টানা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিতেছি যে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে কি উম্মতের মধ্যে শুধু ত্রিশজন নবী দাবীকারক মিথ্যাবাদীদের আগমনের সংবাদই আছে, না উহা ছাড়া 'নবীউল্লাহ'—'আল্লাহর নবী' ঈসা মসীহ্ (আঃ) এর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণীও আছে? যাহা পবিত্র কুরআন, বুখারী ও মুসলিম এবং ইসলামের যাবতীয় মৌলিক গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে? তাহা যদি অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উহা যেহেতু ইসলামের ভয়ঙ্কর বিরোধী কথা, সেজন্য এরূপ অস্বীকার ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণার প্রতিও আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে দোওয়া করি, তিনি যেন এই সকল ব্যক্তিদের হেদায়েত করেন। আমীন।

মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, 'বাবু জিকরিল-দাজ্জাল'-এ হযরত নবী করীম (সাঃ) এই উম্মতের প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ্‌র উল্লেখ প্রসঙ্গে তাঁহাকে চার বার 'নবীউল্লাহ'—'আল্লাহ্‌র নবী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিস্তারিত হাদিসের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে দেওয়া গেল:

হযরত নোমান বিন বশীর (রাঃ) সূত্রে হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহুঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে:

يحصر نبى الله عيسى ... ... يرغب نبى الله عيسى

يهبط نبى الله عيسى ... ... يرغب نبى الله عيسى

(مسلم باب ذكر الدجال)

তেমনিভাবে, আবু দাউদে 'খুরুজুল দাজ্জাল' অধ্যায়ে হাদিস বর্ণিত রহিয়াছে:

"লাইসা বাইনি ও বাইনাহু নবীউন ওয়া ইন্নাহু নাযেলুন।"

অর্থ, "আমার এবং আগমনকারী ঈসার মধ্যবর্তীকালে কোন নবী হইবে না এবং তিনি নিশ্চয় নাজেল হইবেন।" অর্থাৎ উক্ত মধ্যবর্তীকালে মুজাদ্দিদগণ আসিবেন, যাহারা নবী হইবেন না, কিন্তু শেষে আগমনকারী প্রতিশ্রুত ঈসা নবী হইবেন।

মোটকথা, রসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহুঃ) এই উম্মতে শেষ যুগে আগমনকারী মহাপুরুষকে 'আল্লাহ্র নবী' বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। সেজন্যই উম্মতের পূর্ববর্তী বুজুর্গানের সর্বসম্মত মত এই যে,

من قال بسلب نبوته فقد كفر حقا كما صرح به السيوطى فانه نبى لايذهب منه وصف النبوة فى حياته و لا بعد وفاته (حجج الكرامة ص ٤٣١)

অর্থ—"যে ব্যক্তি বলিবে যে, প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ্ নবুয়ত-চ্যুত হইয়া আসিবেন, সে সত্যসত্যই কুফরী করিবে; যেমন, ইমাম সুউতিও ইহা সুস্পষ্টতঃ ব্যক্ত করিয়াছেন। অবশ্যই হযরত ঈসা আল্লাহ্র নবী হইবেন; নবুওতের বৈশিষ্ট্য তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না, তাঁহার জীবনেও না এবং মৃত্যুর পরেও না।" (হুজাজুল কেরামাহ্, পৃঃ ৪৩১)

এমন কি, জামেয়া কুরআনিয়া, লালবাগ মাদ্রাসা, ঢাকার—মুহাদ্দিস মাওলানা আজিজুল হক সাহেব কর্তৃকও উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মরহুম মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী সাহেবের তত্ত্বাবধানে লিখিত ও হামিদিয়া লাইব্রেরী, চক বাজার—ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত 'বোখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা' শীর্ষক পুস্তকের ৫ম খণ্ডের ১৫৬ ও ১৫৯ পৃষ্ঠায় এই উম্মতে আগমনকারী ঈসা মসীহ্ "কুরআন শরীফের অধীন ব্যক্তিগতভাবে নবী থাকিবেন' বলিয়া লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং এই উম্মতে আগমনকারী প্রতিশ্রুত ঈসা সম্পর্কে "ওয়া ইমামুকুম মিন কুম" এবং "হাকামান আদলান"—হাদিসদ্বয়ের অর্থ ও ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন:

"ব্যাখ্যা—حكما عدلا 'ফয়ছলাকারী ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী" অর্থাৎ হযরত ঈসার তৎকালীন আগমন ভিন্ন নবী ও ভিন্ন শরিয়ত বাহকরূপে হইবে না, বরং তিনি ব্যক্তিগত-ভাবে নবী থাকিবেন বটে, কিন্তু তখন তিনি হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু অসাল্লামের শরীয়ত মোতাবেক ফয়ছালাহ্কারী এবং সকল প্রকার অন্যায় অত্যাচার দূর করিয়া ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী রূপে আগমন করিবেন।" (উক্ত গ্রন্থের ১৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

"ব্যাখ্যা—و امامكم منكم এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত আছে। অগ্রগণ্য এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করিয়া মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন, নামাযের ইমামতীও তিনি করিবেন। অবশ্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে নবী থাকিলেও তাঁহার তৎকালীন জীবন উম্মতে মোহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।" (উল্লেখিত গ্রন্থের ১৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

তেমনি ভাবে উম্মতের মধ্যে কুরআনী শরীয়তের অধীন প্রতিশ্রুত নবীর আগমন প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) হইতে লইয়া দেওবন্ধ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মৌলানা মোহাম্মদ কাসেম নানতবী (রহঃ) পর্যন্ত তের শত বৎসর ব্যাপী বিভিন্ন কালের অবশ্য-মান্য ও শীর্ষস্থানীয় বুজুর্গানে-দ্বীন স্পষ্টভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে "উম্মতের মধ্যে কুরআনের অধীন উম্মতী নবী হিসাবে কাহারো আগমন হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহুঃ) -এর 'খাতমান্নবিয়ীন' হওয়ার অথবা "লা নাবীয়া বা'দী" – হাদিসের পরিপন্থী নয় এবং এ উম্মতে উক্ত প্রকারের নবীর আগমনে 'খাতামান্নবীয়িন' – আয়াত এবং "লা নাবীয়া বা'দী" – হাদিস প্রতিবন্ধক নয়, কেননা উক্ত বাক্যদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ এই যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পরে এরূপ কোন নবী আসিতে পারেন না যিনি তাঁহার উম্মতের মধ্য হইতে নহেন এবং এরূপ কোন নবীও আসিতে পারেন না যিনি নূতন শরীয়ত প্রবর্তন করিবেন অথবা কুরআন শরীফতের কোনরূপ রদবদল বা পরিবর্তন করিবেন।" [দেখুন, তাকামেলা মাজমাউল বেহার পৃঃ ৮৫ ; তফসীর দুররে মনসুর ৫ম খণ্ড, পৃঃ আল-ইওয়াকীত ওয়াল জওয়াহের ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৫ ; নেবরাস ; আল ইনসানুল-কামেল পৃঃ ৮৫ ; সসনবী ; তফহীমাতে ইলাহীয়া পৃঃ ৫৩ ; দাফেউল-ওসওয়াস, পৃঃ ১২ ; ইকতেরাবুস্ সায়া পৃঃ ১৭১ ; তাহজীরুন নাস পৃঃ ৩ ৪ ও ২৮, এবং এ সকল গ্রন্থ হইতে সংকলিত বিস্তারিত উদ্ধৃতিসমূহ জানার জন্য দেখুন 'ইসলামেই নবুয়ত' ও 'খতমে নবুয়ত' যথাক্রমে মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব ও কাজী মোহাম্মদ নজির সাহেব প্রণীত পুস্তকাবলী]।

উপরুল্লিখিত উম্মতের সর্ব-সম্মত আকিদা অনুযায়ী মুসলমানগণ সকলই বস্তুতঃ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পর মসীহ বা ঈসা নামে এক প্রতিশ্রুত নবীর আগমনে বিশ্বাসী। আহ্‌মদী মুসলমান ও অন্যান্য মুসলমানগণের মধ্যে প্রভেদ শুধু এটুকুই যে সেই প্রতিশ্রুত নবী আহ্‌মদীদের বিশ্বাস অনুযায়ী কুরআন ও হাদিস এবং বুজুর্গানে উম্মতের ব্যক্ত সকল অভিমত মূলে নির্ধারিত সময় – চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে এ উম্মতের মধ্য হইতেই একজন কুরআনী শরীয়তের অধীনে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণে কল্যাণপ্রাপ্ত হইয়া শরীয়ত বিহীন উম্মতি নবী হিসাবে আসিয়া গিয়াছেন ; আর অন্যেরা আকাশ হইতে ইস্রাইলী নবী ঈসা (আঃ)-এর সশরীরে অবতরণের অপেক্ষায় আছেন এবং তাঁহাকে 'কুরআনের অধীন নবী হিসাবে' মানিতে হইবে বলিয়া বিশ্বাস রাখেন।

বস্তুতঃ ইস্রাইলী নবী হযরত ঈসা (আঃ) পবিত্র কুরআনের ৩০টি আয়াত, বহু স্পষ্ট হাদিস ও ইমামগণের উক্তি, বাইবেল এবং ঐতিহাসিক রেকর্ড'-পত্রের অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের মূলে প্রায় ১৯০০ বৎসর পূর্বেই অন্যান্য সকল মানব এবং নবীগণের ন্যায় স্বাভাবিক রূপে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন – তিনি ক্রুশেও মারা যান নাই এবং আকাশেও উত্তোলিত হন নাই। [বিস্তারিত যুক্তি-প্রমাণ জানার জন্য 'ওফাতে ঈসা' ইত্যাদি পুস্তক দ্রষ্টব্য]। পাক-ভারত উপমহাদেশ হইতে লইয়া মিশর (আজহার ইউনিভারসিটি) এবং আফ্রিকা পর্যন্ত

বিশিষ্ট আলেম ও মনীষীগণ উক্ত প্রমাণিত সত্যটি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং অন্যান্যরাও ক্রমশঃ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইতেছেন। বাংলাদেশের বিখ্যাত আলেম মরহুম মওলানা আকরাম খানও তাঁহার প্রণীত সুরা আলে-ইমরানের তফসীরে ৩৯নং টীকায় হযরত ঈসা আঃ-এর মৃত্যুকে বিশদরূপে সাব্যস্ত করিয়াছেন (দেখুন, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৪৬৬-৪৭১)। ঈসা ইবনে মরিয়মের আখেরী যুগে নযুল বলিতে প্রকৃতপক্ষে হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর একজন পূর্ণ অনুসারী ব্যক্তির ঈসা (আঃ)-এর গুণসম্পন্ন এবং তাঁহার 'মসীল' (সদৃশ) হিসাবে অগমনকে বুঝায়। ইহাই যুক্তিসঙ্গত, স্বতঃসিদ্ধ, স্বীকৃত সত্য। উম্মতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিশিষ্ট আলেমগণ ও বুজুর্গান উক্ত সত্যটিই ব্যক্ত করিয়াছেন। (দেখুন, ইকতেবাসুল আনওয়ারপৃঃ ৫২, গায়াতুল মাকসুদ পৃঃ ২১ ইত্যাদি গ্রন্থ)। আল্লাহতায়ালা যাহাদিগকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়া এ তত্বটি বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার তওফিক দেন, তাহারা ধন্য ও প্রশংসার যোগ্য।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে লৌহ, গবাদি পশু ইত্যাদির সৃষ্টিকে এবং সূরা তালাক, রুকু ২-য়ে রসুলুল্লাহ [সাঃ]-এর আবির্ভাকে নজুল শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং পবিত্র কুরআনের অন্যতম 'যিকর' নামে তাঁহাকে অভিহিত করা হইয়াছে এজন্য যে তিনি স্বয়ং কুরআনের সদৃশ তথা মুর্তিমান কুরআন। এতদ্বারা ইহা সুস্পষ্ট যে নজুল শব্দের দ্বারা যেমন আকাশ হইতে সশরীরে অবতণ বুঝায় না, তেমনি ঈসা ইবনে মরিয়ম বলিতেও ওফাতপ্রাপ্ত বনী-ইস্রাইলী ঈসা (আঃ)কে বুঝায় না, বরং তাঁহার সদৃশ এই উম্মতের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং **প্রতিশ্রুত মসীহ এ উম্মতেরই এক ব্যক্তি হইবেন** বলিয়া বুখারী ও মুসলিম শরীফে সুস্পষ্ট হাদিস বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"কাইফা আনতুম ইযা নাযালা ইবনু মরয়্যামা ফিকুম ওয়া ইমামুকুম মিনকুম।"

অর্থ—"তোমাদের অবস্থা কিরূপ হইবে তখন, যখন তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন ইবনে মরয়্যাম এবং তিনি তোমাদের ইমাম বা নেতা হইবেন তোমাদেরই মধ্য হইতে।" আর মুসলিম শরীফে উক্ত হাদিসটির শেষাংশ নিম্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে : "ফা আম্মাকুম মিনকুম।"

অর্থ—"সুতরাং তোমাদের মধ্য হইতেই তিনি তোমাদিগকে নেতৃত্ব দান করিবেন।"

তেমনিভাবে মরহুম মৌলানা আশরাফ আলী থানভী কর্তৃক সংকলিত 'নাশরুত-তীব' হাদিস গ্রন্থের ১৯পৃষ্ঠায় বর্ণিত এক হাদিসে হযরত রসুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, "হযরত মুসা (আঃ) একবার আল্লাহতায়ালার নিকট নিজে এই উম্মতের নবী হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিলে আল্লাহ বলেন যে, 'নাবীইউহুম মিনহুম—"তাহাদের নবী তাহাদের মধ্য হইতেই হইবেন।" তারপর হযরত মুসা (আঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর একজন উম্মত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিলে আল্লাহ বলেন, "তুমি প্রথমে হইয়াছ, আর তিনি তো পরে হইবেন।" [ইমাম সুউতি (রহঃ) রচিত গ্রন্থ 'আল-খাসায়েসুল-কুবর' ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২ এবং আরো কয়েকটি গ্রন্থেও হাদিসটি বর্ণিত হইয়াছে]। উক্ত হাদিস হইতে ইহার সুস্পষ্ট যে :—(১) এ উম্মতের মধ্যকার ব্যক্তিই এ উম্মতে নবী হইবেন, (২) মুসা বা ঈসা (আঃ) তাঁহার (সাঃ) উম্মতও হইতে পারেন না।

প্রতিশ্রুত মসীহ এবং ইমাম মাহ্‌দী একই ব্যক্তি হইবেন

বস্তুতঃ হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনায় একই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে কখনও মসীহ ইবনে মরিয়ম এবং কখনও ইমাম মাহ্‌দী নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে এবং সুস্পষ্ট বর্ণনায় একজন ব্যক্তিরই দুইটি গুণ প্রকাশক নাম বা উপাধি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। যথা—

(১) 'লাস-মাহ্‌দীউ ইল্লা ঈসা ইবনু-মরয়্যামা।'' অর্থ—''ঈসা ভিন্ন অন্য কেহ মাহ্‌দী নাই।''
(ইবনে মাজা, বাব শিদ্দাতুজ্জামান)

(২) ''ইউশেকু মান আশা মিনকুম আই-ইয়ালকা ইবনা মরয়্যামা ইমামাম মাহ্‌দীয়ান''
অর্থ—''তোমাদের মধ্যে জীবিতগণ অচিরেই ইবনে মরিয়মকে ইমাম মাহ্‌দী হিসাবে দেখিতে পাইবে।''
(মুসনাদ আহ্‌মদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড পৃঃ ৪১১)

একটি নিরপেক্ষ অভিমত

পাক-ভারতের প্রখ্যাত আলেম এবং 'সিদকে জাদীদ' (লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত) পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখিয়াছেন :—

"আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মীর্যা সাহেব মরহুমের লিখিত গ্রন্থাবলী যতখানি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, উহাদের মধ্যে আমি খতমে-নবুওয়তের অস্বীকারের পরিবর্তে এই আকিদার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বরং আহমদীয়াতের বয়াত ফরমে একটি মৌলিক দফা হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর খাতামান-নবীয়ীন হওয়া সম্বন্ধে মজুদ রহিয়াছে বলিয়াও আমার স্মরণ পড়ে। সুতরাং মীর্যা সাহেব যদি নিজেকে নবী বলিয়াছেন, তবে তাহা সেই অর্থেই যে অর্থে প্রত্যেক মুসলমান একজন মসীহ্‌র আগমনে অপেক্ষারত আছে। ইহা অতি স্পষ্ট যে, এই আকীদা (ধর্ম-বিশ্বাস) খতমে-নবুওতের বিরোধী নহে। সুতরাং যদি আহমদীয়ত উহারই নাম হয় যাহা সেলসেলা আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা সাহেব মরহুমের নিজের লেখা হইতে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ইহাকে এরতেদাদ (ধর্মান্তর) বলিয়া অভিহিত করা নিতান্তই অবিচার ও সীমা লংঘন।'' (আল-ফজল, ২১শে মার্চ, ১৯২৫ইং হইতে উদ্ধৃত)

খতমে-নবুয়ত সম্পর্কে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর অসংখ্য লেখা হইতে মাত্র একটি উদ্ধৃতিই নিম্নে দেওয়া হইল :—

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কোরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম-সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোনই রসুল এবং শাফী (যোজক) নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার।

''অন্য কোন মানবকেই খোদাতায়ালা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রাখিয়াছেন। তাঁহাকে জীবিত রাখিবার জন্য খোদাতায়ালা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, তাঁহার শরীয়ত (পবিত্র কুরআন) এবং তাঁহার রুহানিয়াতকে (আধ্যাত্মিক শক্তিকে) কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণবর্ষী করিয়াছেন।

"ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে খোদাতায়ালা তোমাদের নিকট ইহাই চাহেন, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ এক এবং মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার নবী এবং খাতামুল-আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। তিনি সকল নবীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পরে তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতিচ্ছায়া রূপে যিনি আসেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন নবী আসিবেন না। কারণ দাস আপন প্রভু হইতে এবং শাখা আপন কাণ্ড হইতে কখনও পৃথক নহে।" (কিশতিয়ে নুহ্ পৃঃ ২৫ ও ২৯)

অতঃপর 'উম্মতে ত্রিশজন নবী-দাবীকারক মিথ্যাবাদীর আগমন' সংক্রান্ত হাদিসটি মুল ভাষায় উদ্ধৃত করার একান্ত প্রয়োজন বোধ করি :

انه سيكون فى امتى ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبى
وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى - (صحيح بخارى و مشكوة)

আমরা অত্যন্ত দুঃখীত যে, প্রকাশিত পত্রে উদ্ধৃত হাদিসের তরজমাতে 'চাতুর্যপূর্ণ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে' "ওয়া আনা "খাতামুন্নবিয়ীন" বাক্যের অর্থ করা হইয়াছে —'অথচ আমিই শেষ নবী'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খাতামান্নবীয়ীন'-শব্দের উক্ত তরজমা আরবী ভাষার অভিধান, ব্যাকরণ ও বাগধারা এবং সকল গণ্য-মান্য উলামা ও সর্বমান্য ইমাম ও বুজুর্গানে-দ্বীনের প্রদত্ত তরজমা ও অর্থের পরিপন্থী। কেননা পূর্ববর্তী অবশ্য-মান্য বুজুর্গানে-দ্বীনের মধ্যে হযরত শাহ্ অলিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লবী (রহঃ), শাহ্ আব্দুল কাদের মুহাদ্দিস দেহ্লবী (রহঃ), হযরত শেখ সা'দী (রহঃ) এবং মুফতী আজিজুর রহ্মান সাহেব প্রমুখ অনুবাদকগণ কর্তৃক কুরআন শরীফের অনুবাদগুলিতে 'খাতাম' শব্দের অনুবাদ 'মোহর' বলিয়াই লিপিবদ্ধ আছে।

উল্লেখ্য, আমেরিকার বাফেলো শহরে পরলোকগমনকারী জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মৌলানা আবুল আ'লা মওদুদীও তাঁহার প্রণীত 'খতমে নবুয়ত' পুস্তিকায় 'খাতামাননবীয়ীন' শব্দের অর্থ 'নবীগণের মোহর' করিয়া গিয়াছেন। উক্ত পুস্তকে বর্ণিত তাঁহার ব্যাখ্যা অনুযায়ী "নবীগণের মোহর' বলিতে যদি 'সেই মোহর হয় যাহা খামের মুখে এজন্য লাগান হয় যে খামের ভিতর হইতে কোন জিনিস বাহিরে আসিতে পারিবে না এবং বাহিরের কোন জিনিস ভিতরে ঢুকিতে পারবে না" (পৃঃ ১০)—তাহা হইলে বণী-ইস্রাইলী নবী ঈসা (আঃ) যিনি স্পষ্টতঃ 'বাহিরের জিনিস' কি রূপে সশরীরে আবির্ভূত হইয়া এই উম্মতে প্রবেশ লাভ করিবেন ? তাহাতে কি 'খামের উপরস্থ মোহর' ভঙ্গ হইবে না ?

'খাতাম' শব্দটি বিশেষণ নয়, বরং ইহা 'ইস্ম' বা বিশেষ্য পদ এবং ইস্মে আ'লা। সেজন্য ইহার অর্থ 'শেষ' বা 'অবসানকারী' কখনও হইতে পারে না, পরন্তু ইহার অর্থ হইল 'যদ্বারা মোহরাঙ্কন করা হয় তথা মোহর' (দেখুন, আরবী ব্যকরণ ও অবিধান গ্রন্থ-সমূহ)। যদি জোরপূর্বক খাতামান-নবীয়ীনের অর্থ 'নবীগণের শেষ বা অবসানকারী' করা হয়, তাহা হইলে এই উম্মতে আখেরী জামানায় আগমনকারী নবীউল্লাহ—ঈসা (আঃ) 'নবীগণের শেষ' বলিয়া কি সাব্যস্ত হইতেছেন না ? কেননা উক্ত অর্থকারীদের মতে 'নবীউল্লাহ—ঈসা' (আঃ) রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে নাজিল হইবেন। তেমনিভাবে 'নবীগণের শেষকারী বা অবসানকারী' অর্থ করতঃ

তাঁহারা কি ইহা বুঝাইতে চাহেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) 'নবীউল্লাহ—ঈসা (আঃ) ব্যতীত আর সব নবীকেই শেষ করিয়াছেন তথা তাহাদের মৃত্যু সাব্যস্ত করিয়াছেন, শুধু ঈসা (আঃ) জিন্দা আছেন এবং তিনিই এই 'শ্রেষ্ঠ' উম্মতকে শেষ যুগে হেদায়েত দিবেন? (নায়ুযুবিল্লা) অথচ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) যেমন দৈহিকভাবে হযরত ঈসা (আঃ) সহ সকল নবীরই মৃত্যু সাব্যস্ত করিয়াছেন, তেমনি শরীয়ত ও রুহানী কল্যাণ-প্রবহমানতায় একমাত্র আমাদের শ্রেষ্ঠতম রসুল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-ই চিরজীবিত রসুল; তাঁহার শরীয়ত জীবন্ত ও চিরস্থায়ী শরীয়ত, তাঁহার রেসালত ও আদর্শ চির কল্যাণবর্ষী। একমাত্র তাঁহার অনুবর্তীতাতেই এ উম্মতের ব্যক্তিগণকে সকল প্রকারের কল্যাণ ও পুরস্কার দানের ওয়াদা পবিত্র কুরআনে দেওয়া হইয়াছে। যথা—

"ওয়া মাই ইউতেয়েল্লাহা ওয়ার-রসুলা ফ-উলায়েকা মায়াল্লাযীনা আনয়ামাল্লাহু আলাইহিম মিনান-নবীয়ীনা ওয়াস-সিদ্দিকীনা ওয়াশ্‌শুহাদায়ে ওয়াস্-সালেহীন, ওয়া হাসুনা উলায়েকা রফীকা। যালিকাল ফায্‌লু মিনাল্লাহে ওয়া কাফা বিল্লাহে আলীমা।" (সুরা আল-নিসা, রুকু ৯)

অর্থ—"যাহারা আল্লাহ এবং এই মহান রসুলের অনুবর্তীতা করিবে, তাহারা আল্লাহ যাহাদিগকে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ রূপে পুরস্কৃত করিয়াছেন, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ও সমর্যাদায় সমাসীন হইবে। তাহারা পরস্পর উত্তম সাথী। ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে বিশেষ কৃপা। অসীম জ্ঞানের অধিকারী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (সুরা নেসা—আয়াত ৮০-৮১)

এখন ভাবিয়া দেখুন, যাহারা উক্ত আয়াতে আল্লাহর ওয়াদাকৃত চারিটি পুরস্কারের মধ্যে নবুয়ত পুরস্কারের অবসানের কথা প্রচার করেন, তাঁহারা কি উক্ত আয়াতে দেওয়া আল্লাহতায়ালার ওয়াদা অনুযায়ী রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পর তাঁহার অনুবর্তিতায় এই উম্মতে সিদ্দিকীয়ত ও শাহাদত ও সালেহীয়তের পুরস্কারসমূহেরও অবসান ঘটিয়াছে বলিয়া প্রচার করিবেন? কেননা উক্ত আয়াতে একই শৃঙ্খলে চারি পুরস্কারের উল্লেখ রহিয়াছে, আর উহাদের অন্যতম ও প্রথমটিই হইতেছে নবুয়ত। বস্তুতঃ এই নবুয়ত হইল কুরআন শরীফের অধীন গয়র তশরিয়ী উম্মতি নবুয়তের পুরস্কার, যাহা স্পষ্টতঃ পূর্ববর্তী অবশ্য-মান্য শীর্ষস্থানীয় ইমাম ও মনীষীগণের নিকট সর্বস্বীকৃত। উল্লেখযোগ্য যে পূর্ববর্তী ইমামগণের মধ্যে যাঁহারাই নবুয়ত অবসানের কথা যেখানেই বলিয়াছেন সেখানে তাহা স্বতন্ত্র ও তশরিয়ী নবুয়তের অবসান অর্থেই বলিয়াছেন, গয়র তশরিয়ী উম্মতী নবুয়তেরও অবসান হইয়াছে বলিয়া কেহই বলেন নাই। এরূপ একটি দৃষ্টান্তও কি কেহ পেশ করিতে পারিবেন? যদি স্বতন্ত্র ও তশরীয়ী নবুয়তের অবসান এবং কুরআনের অধীন গয়ের তশরীয়ী উম্মতি নবুয়ত মানার প্রেক্ষিতে হযরত মির্যা সাহেব এবং সারা বিশ্বে বিস্তৃত তাঁহার অনুসারীদিগকে কাফের বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয় তাহা হইলে প্রথমে তেরশত বৎসর ব্যাপী বিস্তৃত উক্ত বুজুর্গানে-উম্মতকেও কি তাহারা কাফের বলিয়া ঘোষণা করিবেন?

তেমনিভাবে শাইখুল ইসলাম শাব্বির আহ্‌মদ উসমানী ও মৌলানা মাহ্‌মুদুল হাসান দেওবন্দী সাহেব কর্তৃক কুরআন শরীফের তরজমায় খাতামান্নবীয়ীনের অর্থ 'নবীগণের উপর মোহর' করা হইয়াছে, এবং উহার ব্যাখ্যায় তাঁহারা লিখিয়াছেন:

"بدیں لحاظ ہم کہ سکتے ہیں کہ آپ رتبی و زمانی ہر حیثیت سے
خاتم النبیین ہیں - اور جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کی مہر لگ کر

ملی ھے" - (قران مترجم علامہ عثمانی - زیر ایت خاتم النبیین)

অর্থ—"এই হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) জামানা ও পদমর্যাদা উভয় দিক দিয়া 'খাতামান-নাবীয়ীন', এবং যাঁহারা নবুয়তপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা (সকল নবী) তাঁহারই (সাঃ) মোহর লাগিয়া নবী হইয়াছেন।" (দেখুন, মাওলানা শাব্বির আহ্মদ উসমানী ও মাওলানা মাহ্মুদুল হাসান দেওবন্দী কর্তৃক কুরআন শরীফের তরজমা ও ব্যাখ্যা— 'খাতামান্নবীয়ীন'—আয়াত প্রসঙ্গে)। তেমনিভাবে, হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়াছেন ঃ

انی مکتوب عند الله خاتم النبیین و ان ادم لمنجدل بین الماء و الطین

অর্থ—"আমি আল্লাহ্র নিকট তখনই "খাতামান-নবিয়ীন' বলিয়া সংরক্ষিত ছিলাম, যখন অদম পানি ও কাদায় মিশ্রিতাবস্থায় ছিলেন।" (মুসনাদ আহ্মদ ও কাঞ্জুল উম্মাল ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ ঃ ১২২)

উক্ত হাদিস এবং 'খাতামান-নবিয়ীন' শব্দের উল্লিখিত ব্যাখ্যার দ্বারা অকাট্যরূপে সাব্যস্ত হয় যে, 'খাতামান নবীয়ীন-এর অর্থ—নবীগণের এরূপ মোহর, যদ্বারা তাহার পরবর্তী এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

পূর্ববর্তী বুজুর্গানে-দ্বীন ও তফসীরকারগণের মধ্য থেকেও দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ইমাম শওকানী 'খাতামানন্নীয়ীন'-এর একই অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

انه صار خاتم النبیین لهم الذی یختمون به و یتزینون بکونه منهم
(تفسیر فتح القدیر زیر ایت خاتم النبیین)

অর্থ—"তিনি (সাঃ) নবীগণের মোহর স্বরূপ হইলেন, যাঁহার দ্বারা সকল নবীগণ মোহরাঙ্কিত (অর্থাৎ সত্যায়িত ও কল্যাণমণ্ডিত) হইয়া থাকেন এবং তিনি তাঁহাদের অন্যতম হওয়ায় তাঁহারা শোভা মণ্ডিত হন।" (তফসির ফাতহুল কাদীর, খাতামান-নবীয়ীন আয়াত প্রসঙ্গে)

ইমাম রাগিব (রহঃ) প্রণীত পবিত্র কুরআনের প্রকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ অভিধান—'মুফরাদাত' গ্রন্থে 'খাতাম' (خاتم)-এর মূল ধাতু 'খত্ম' (ختم) শব্দের নিম্নরূপ অর্থ লিপিবদ্ধ আছে ঃ

"খতম (ختم) শব্দের মৌলিক অর্থ 'তা'সিরুশ্ শাইয়ে কা-নাক্শিল খাতামে ওত্তাবায়ে' —'কোন জিনিসের স্বীয় প্রভাব বিস্তার ও সঞ্চার করা'—যেমন, মোহর স্বীয় ছাপ বিস্তার করে।" ইহা ব্যতীত এ শব্দের অন্য সব অর্থ রূপক ও দ্বিতীয় স্তরের পর্যায়ভুক্ত।

(দেখুন, মুফরাদাত—ইমাম রাগেব, 'খতম' শব্দ প্রসঙ্গে)।

অতএব, যে মোহরে-নবুয়ত স্বীয় ফয়েজ ও প্রভাবের দ্বারা পূর্বে আদি হইতে লক্ষাধিক নবী সৃষ্টি করিয়াছে সেই মোহ্রে-নবুয়ত কি উহার সম্যক গুণ ও বৈশিষ্ট্য সহ চিরসংরক্ষিত ও সচল নয়? উহা কি কল্যাণ-প্রবহমানতার শক্তি কখনও হারাইতে পারে? সুরা আহ্যাবে খাতামাননবীয়ীন সংক্রান্ত আয়াতের পরে পরেই রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আর এক উপাধি দেওয়া হইয়াছে—سراجا منیرا (সিরাজাম মুনিরা)—'প্রজ্জ্বল সূর্য।' প্রজ্জ্বল সূর্য কি রাত্রিকালে চন্দ্র, গ্রহ ও উপগ্রহগুলিকে আলোকিত করে না? সূর্য কি উদিত হইয়া স্বীয় উজ্জ্বলতার দ্বারা উজ্জ্বলকে অধিকতর আলোকোজ্জ্বল করে না? আর সূর্যের দ্বারা আলোকিত হওয়াতে কি সূর্যের অবমাননা হয়, না ইহাতে সূর্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়? তাহা যদি কেহ অস্বীকার করে তাহা হইলে উহা নিতান্ত অযৌক্তিক এবং হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠতম পদমর্যাদার পরিপন্থি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

বস্তুতঃ নবুয়তে-মুহাম্মদীয়া আপন সকল গুণে ও বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ ও পরিণত। ফয়জান বা কল্যাণ প্রবহমানতা উহার অন্যতম বৈশিষ্ট। এ বৈশিষ্ট্যে মুহাম্মদী নবুয়ত একক মর্যাদার অধিকারী।

পীর-মুর্শিদের ফয়জানের বরকতে মুরীদ সাহেবরা যদি পীর-মুর্শিদ হইতে পারেন, তেমনি ভাবে উলেমা 'নায়েবে রসুল' হইতে পারেন, তাহ'লে পূর্ণ নবীর পূর্ণ ফয়েজ ও রহমতের বরকতে অন্ততঃ একজন উম্মত কুরআনের অধীন গয়ের শরীয়তি উম্মতি নবী হইতে পারে না কি? এ প্রশ্নের অবকাশ কি থাকিয়া যায় ?

আহ্‌মদীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বলিষ্ঠ ও জীবন্ত বিশ্বাস এই যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নবুয়ত শরীয়ত বিধানের পূর্ণত্ব ও স্থিতিশীলতায় শেষ নবুয়ত ; এবং অলঙ্ঘনীয়—মেরাজে বর্ণিত সপ্তম আকাশেরও উর্ধ্বে সর্বশেষ শীর্ষ-মর্যাদা—আরশে এলাহী বা আল্লাহ-তায়ালার গুণাবলীর শ্রেষ্ঠতম বিকাশস্থলই হইল নবুয়তে-মুহাম্মদীয়া।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের মে'রাজ সংক্রান্ত হাদিস অনুযায়ী নবীগণের পদমর্যাদা এবং মুহাম্মদী নবুয়তের সর্বশেষ শীর্ষ-মর্যাদার নিম্নরূপ চিত্র সাব্যস্ত হয় :

আরশে-এলাহী সিদরাতুল মুন্তাহা	হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ)
সপ্তম আকাশ	হযরত ইব্রাহীম আঃ
ষষ্ঠ আকশ	হযরত মুসা আঃ
পঞ্চম আকাশ	হযরত হারুন আঃ
চতুর্থ আকাশ	হযরত ইদ্রিস আঃ
তৃতীয় আকাশ	হযরত ইউসুফ আঃ
দ্বিতীয় আকাশ	হযরত ঈসা আঃ ও হযরত ইয়াহিয়া আঃ
প্রথম আকাশ	হযরত আদম আঃ
পৃথিবীবাসী	

মে'রাজের উদ্ধৃত চিত্রে নিম্নস্থ পৃথিবীবাসী উর্ধে তাকাইলে সর্ব প্রথম হযরত আদম (আঃ)-কে দেখিতে পাইবে। তারপর পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে উঠিয়া দৃষ্টি গিয়া নিবদ্ধ হইবে সবশেষে সর্বশীর্ষে অবস্থিত হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর উপর। সুতরাং রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মে'রাজের অভিজ্ঞান-সূচক বাস্তবতা অনুযায়ী মোহাম্মদী নবুয়ত সকল নবীর শেষে ও শীর্ষস্থানে অবস্থিত বলিয়াই সপ্রমাণিত।

অতঃপর, আলোচ্য পত্রে 'ত্রিশজন নবী দাবীকারক মিথ্যাবাদীগণের আসা' সংক্রান্ত হাদিসটির প্রসঙ্গে আর এটুকু লিখাই যথেষ্ট মনে করি যে, ছয়শত বৎসর পূর্বে লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইকমালুল ইকমাল'-এ বর্ণিত আছে :

فانه لو عد من تنبا من زمنه صلى الله عليه وسلم الى الان لبلغ هذا العدد ويعرف ذالك من يطالع التاريخ

অর্থ—"রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্যন্ত নবুয়তের মিথ্যাদাবীদার ৩০ জনের সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যাহা ইসলামের ইতিহাস জানা প্রতিটি ব্যক্তিই অবগত আছেন।" ['ইকমালুল ইকমাল, ৭ম খণ্ড, মিশরে মুদ্রিত, পৃঃ ২৫৮]

আমাদের বিশ্বাস যে নায়েবে-রসুল উলামা-কেরাম নিশ্চয় ইসলামের উক্ত ইতিহাসের খবর রাখেন। অধিকন্তু কুরআন শরীফে কি আল্লাহতায়ালা বার বার দ্ব্যর্থহীনভাষায় বলিয়া দেন নাই যে, নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার কেন, ওহী-এলহামের মিথ্যাদাবীদারও—তাহাদের সংখ্যা যতই হউক না কেন, কখনও তিষ্ঠিতে পারে না, সফলকাম হওয়া তো সুদূর পরাহত ; বরং আল্লাহতায়ালা ঐরূপ মিথ্যাদাবীদারদিগকে নিজেই শাস্তি দিয়া ধ্বংস করিয়া দেন এবং স্বীয় দাবীর পর তাহারা কখনও ২৩ বৎসর কাল আয়ু লাভ করিতে পারে না। কেননা, তাহাতে কুরআন শরীফের সূরা আল-হাক্কা ৪৪-৪৭ নং আয়াতসমূহে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সত্যতার সপক্ষে পেশকৃত অকাট্য যুক্তি অক্ষুন্ন থাকে না। সুতরাং ইতিহাসে আল্লাহর উক্ত বিধানের ব্যতিক্রম ঘটার একটও দৃষ্টান্ত দেখাইবার কাহারও সাধ্য নাই। সুতরাং ভাবিয়া দেখ উচিত, হযরত মির্যা সাহেব মিথ্যাবাদী হইলে স্বীয় দাবীর পর ৪০ বৎসর কাল কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেন ? বরং ক্রমাগত ঘোর বিরোধীতা সত্বেও পদে পদে আল্লাহতায়ালার সক্রিয় অসাধারণ সাহায্যের জ্বলন্ত নিদর্শনাবলীর মধ্য দিয়া ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের রাজপথে সফলতার পর সফলতা ও বিজয়ের পর বিজয় লাভ করিতে থাকিলেন ? আর আজ তাঁহার জামাত ইসলাম-প্রচারের মশাল ধরিয়া বিশ্বময় বিস্তৃতি লাভ করিয়া চলিয়াছে !! ইহার পরও কি ভাবিয়া দেখা উচিত নয় যে, পবিত্র কুরআন, হাদীস ও পূর্ববর্তী সকল বুজর্গানের অভিমত অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রতীক্ষিত সময়ে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ইসলামের উপকার করা হইতেছে, না মহা অপকার—তাহা নিশ্চয় ভাবিয়া দেখার বিষয়।

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত পত্র ব্যতীত সনামধন্য কিছুসংখ্যক উলামা-কেরাম কর্তৃক প্রচারিত এক প্রচার-পত্রে আহ্মাদীয়া জামাত এবং সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত এ জামাতের পবিত্র ও সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে যে সকল সর্বৈবঃ মিথ্যা অপবাদ ও গাল-মন্দ দেওয়া হইয়াছে সে সম্পর্কে আমরা শুধু 'ইন্না লিল্লাহ্' পাঠ পূর্বক আল্লাহ্র দরবারে সকলের কল্যাণ ও হেদায়েতের জন্য দেওয়া করি। আহ্মদীয়া জামাতের প্রতি উহার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশ এই যে—

গাল-মন্দ শুনিয়া দোওয়া দাও।
অহঙ্কার ও দম্ভ দেখিলে বিনয়াবনত হও॥ (দুরের সমীন)

পরিশেষে আমরা দরদে-দেলের সহিত সনির্বন্ধ নিবেদন পূর্বক আল্লামা ইকবালের কথায় 'দ্বীনে মুল্লা—ফাসাদ ফি সাবিলিল্লাহ্'-এর পথ পরিহার করিয়া কুরআন শরীফের এই আয়াতের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি :

الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحق ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم - و كثير منهم فاسقون ٥ اعلموا ان الله يحى الارض بعد موتها - قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون ٥ (الحديد : ١٧-١٨)

অর্থ—"যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য কি সেই সময় সমুপস্থিত নয়, যখন তাহাদের হৃদয় যেন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার এবং যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি বিগলিত হইয়া প্রণত হয়? এবং তোমরা পূর্ববর্তী কেতাবধারী (ইহুদ-খ্রীষ্টান)-দিগের ন্যায় হইও না যাহাদের উপর দিয়া দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় তাহাদের হৃদয় কঠিন ও কঠোর হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশই অবাধ্য ও পাপাচারীতে পরিণত হইয়াছে। জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় এখন আল্লাহ্‌তায়ালা পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর (আধ্যাত্মিক) পর সঞ্জীবিত করিতে চলিয়াছেন; তোমাদের উপকারার্থে নিশ্চয় আমরা সকল যুক্তি-প্রমাণ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।" (সুরা হাদীদ : ১৭—১৮)

ইসলামকে বিশ্বধর্ম ও রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিশ্বনবীরূপে যুক্তি-প্রমাণে, আদর্শে ও বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিশ্রুত ও প্রতীক্ষিত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহার মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত খেলাফতের নেতৃত্বাধীন আহ্‌মদীয়া জামাতের বিশ্বব্যাপী ইসলাম-প্রচারের সক্রিয় ভূমিকা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে মৃত পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করিতে চলিয়াছেন। আমাদের নিজেদের দেশেও পবিত্র কোরআনের পেশকৃত সকল ধর্মের তথা মানবজাতির মধ্যে পুঞ্জীভূত গ্লানির প্রতিকার ও সমস্যাবলীর সমাধানকে যুক্তি, আদর্শ ও প্রেমের সহিত তুলিয়া ধরা এই উম্মতের উপর ন্যাস্ত ও আরব্ধ কাজ। আকাশ হইতে আল্লাহর নামানো রজ্জুকে কৃতজ্ঞতা ভরে সম্মিলিতভাবে সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ়রূপে ধরিলেই আমরা কৃতকার্য হইতে পারিব। হিংসা, অভিমান, অপবাদ, দুর্নাম ও দুষ্কৃতি এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার পথ শান্তির ধর্ম—ইসলামের দৃষ্টিতে চরম ঘৃণ্য পথ। আল্লাহতায়ালা উহা এবং উহার ভয়ঙ্কর কুফল ও শাস্তি হইতে সকলকে রক্ষা করুন (আমিন)। এ অশান্ত, পাপ ও সমস্যা জর্জরিত এবং বিপদ সঙ্কুল জগতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আল্লাহর তরফ হইতে ইসলামের ভুলিয়া যাওয়া সেই প্রেম ও প্রজ্ঞার বাণী ধ্বণিত করিয়া সকলকে জীবন্ত ঈমান ও নির্মল আমলের জ্যোতির্ময় ভূষণে ভূষিত করিতে ও নব-জীবনে অভিষিক্ত করিতে আসিয়াছেন। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আদেশানুযায়ী 'বরফের পাহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিয়াও তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া তাঁহার বয়াত গ্রহণ করা ও ইসলামের প্রতিশ্রুত অত্যাসন্ন বিজয় কার্যে সক্রিয়রূপে সহায়ক হওয়া এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ হইতে তাঁহার প্রিয় মাহদীকে দেওয়া সালাম তথা শান্তির দোওয়া পৌঁছানো' প্রতিটি হৃদয়বান ঈমানদার মুসলমান ভাইয়ের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ্‌তায়ালা সবাইকে এই কর্তব্য পালনে তৌফিক দিন। আমিন।

শীর্ষস্থানীয় সর্বজন-মান্য বুজুর্গানে-উম্মতের দৃষ্টিতে
খতমে-নবুয়ত সংক্রান্ত সর্বসম্মত অকীদা বা অভিমত

(১)

ধর্মের অর্ধাংশের শিক্ষয়ত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর উক্তি সর্ব প্রথমে উপস্থিত করিতেছি। তিনি বলেনঃ—

"তোমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লামকে 'খাতামুল আম্বিয়া' বলিবে; 'তাঁহার পর কোন নবী নাই'—একথা বলিও না।"

(তাক্‌মেলা-মজমাউল বেহার, পৃঃ ৮৫, তফসীর আল-দুররুল মানসুর ৫ম খণ্ড পৃঃ ২০৪)

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত উম্মুল মুমেমীন আয়েশা (রাযিঃ) 'খাতামুন-নাবীয়ীন' বলিতে অধুনা উলামা কৃত অর্থ শুধু 'শেষ নবী' বলিয়া মনে করিতেন না, বরং এই অর্থ গ্রহণ করিতে এবং ইহাকে প্রচার করিতে সমগ্র উম্মতকে নিষেধ করিয়াছেন।

(২)

ইমাম মুহাম্মদ তাহের (রহঃ) উল্লিখিত উদ্ধৃতির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা)-এর এই উক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদিস "লা-নাবীয়া বাদী" এর বিরোধী নয়। তিনি বলেনঃ

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, এমন কোন নবী হইবেন না যিনি তাঁহার শরীয়তকে রহিত করিবেন।" ('তাকমেলা মাজমাউল-বেহার, ৮৫ পৃঃ)

(৩)

হযরত ইমাম আলী কারী (রহঃ) বলেনঃ

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পর এমন কোন নবী আসিতে পারেন না যিনি তাঁহার শরীয়ত রহিত করিবেন এবং তাঁহার উম্মত হইতে হইবেন না।" (মওযুয়াতে কবীর)

(৪)

সুফী-কুল-শিরোমণি হযরত শাইখে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী (রহঃ) লিখিয়াছেনঃ—

(ক) "রসুল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমনে যে নবুয়ত বন্ধ হইয়াছে তাহা শুধু শরীয়ত আনয়নকারী (তশরিয়ী) নবুয়ত; নবুয়তের মোকাম নহে। সুতরাং এমন কোন শরীয়ত আসিবে না, যাহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শরীয়তকে রহিত করিবে কিংবা তাঁহার শরীয়তে কোন আদেশ বৃদ্ধি করিবে। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিম্ন-লিখিত উক্তি উপরোক্ত অর্থই বহন করেঃ

"ইন্নার রেসালাতা ওয়ান্নাবুয়াতা কাদ ইনকাতায়াত ফালা রসুলা বা'দী ওয়ালা নবীয়া" —"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই হাদিসের অর্থ এই যে, ভবিষ্যতে এমন কোন নবী হইতে পারেন না, যিনি আমার শরীয়তের বিরোধী হইবেন, বরং যখনই কোন নবী হইবেন তিনি আমার অধীনে হইবেন।" ('ফতুহাতে-মক্কিয়া, ২য় খণ্ড পৃঃ ৩)

(খ) "সুতরাং নবুয়ত সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায় নাই। এজন্যই আমরা বলিয়াছি যে, তশরিয়ী নবুয়ত উঠিয়া গিয়াছে, এবং ইহাই হাদিসের অর্থ।" (ফাতুহাতে—মক্কিয়া, ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৪)

(গ) তাঁহার মতে খাতামুন-নাবীয়ীন-এর অর্থও 'শেষ শরীয়ত-দাতা নবী। যেমন, তিনি বলেনঃ—

"আরম্ভ এবং শেষ করিবার বিষয়াবলীর মধ্যে শরীয়তের অবতরণ অন্যতম। আল্লাহ তায়ালা শরীয়ত অবতরণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের শরীয়ত দ্বারা শেষ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি 'খাতামুন-নবীয়ীন'।" ('ফাতুহাতে-মক্কিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫-৫৬)

(ঘ) অতঃপর, শইখে আকবর (আলাইহির রহমত) 'নবুয়তে মুতলাকা' অর্থাৎ এই উম্মতের মধ্যে সাধারণ নবুয়তের পদ জারী থাকা সম্বন্ধে বলেনঃ

"কোন সন্দেহ নাই, 'নবুয়াতে মুতলাকা' কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সৃষ্টির মধ্যে জারী থাকিবে, যদিও নুতন শরীয়ত আনায়ন বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং শরীয়ত আনায়ন নবুয়তের অংশগুলির মধ্যে একটি অংশ বটে।" ('ফাতুহাতে-মক্কিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০)

(৫)

হযরত পীরানে-পীর সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (কুদ্দেসা সিররুহু) বলেনঃ

"নিশ্চয় আল্লাহ-তায়ালা আমাদিগকে গোপনে তাঁহার বাক্য এবং রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং এইরূপ মর্যাদাবান পুরুষদিগকে 'আম্বিয়াউল আওলিয়া' বলা হয়।" (আল-ইওয়াকিতু ওয়া আল-জাওয়াহের এবং নেবরাস

(৬)

বুজুর্গানে-দ্বীন যে নবুয়ত আওলিয়াগণের মধ্যে অব্যহত থাকা বিশ্বাস করেন তাহা 'নিছক বিলায়েত' (শুধু অলি হাওয়া) অপেক্ষা উচ্চতর। সুতরাং এই মোকামের শান সম্বন্ধে 'আরিফ রব্বানী' হযরত আব্দুল করীম জীলানী (আলাইহের রহমত) বলেনঃ

'রুহানী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রত্যেক নবুয়ত অলীর বেলায়েত হইতে শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই বলা হয় যে, গুলির চরম পরিণতি 'নবুযতের প্রথম ধাপ'। সুতরাং এই সুক্ষ্ম তত্বটি হৃদয়ঙ্গম করুন এবং ভাবিয়া দেখুন যে, কিরূপে ইহা আমাদের স্বধর্মীয়দের মধ্যে তাহাদের অনেকের নিকট প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহারা নবুয়তুল-বেলায়েতকে নিছক বেলায়েতের একটা পর্যায় বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন,—ইহা ঠিক নয়।" (আল-ইহসানুল কামেল, পৃঃ ৮৫

"অনেক নবীর নবুয়ত এবং হযরত ঈসা আলাইহেস সালামের নবুয়ত, এবং যখন তিনি

পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন, তখন তাঁহার নবুয়ত 'তশরীয়ী' (শরীয়তবাহী) হইবে না। বনি-ইস্রায়ীলের অন্যান্য নবীগণেরও একই অবস্থা।" (অর্থাৎ তাহাদের 'নবুয়াতুল-বেলায়েত' ছিল, তথা তশরীয়ী নবুয়ত ছিল না)। (আল-ইনসানুল কামেল)

এই যে নবুয়াতুল-বেলায়েত সহ প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র আগমন হইবে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, শেখ আকবর হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল-আরাবী ইহাকে 'নবুয়াতে মুৎলাকা বা সাধারণ নবুয়ত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন :

"হযরত ঈসা (আলাইহেস সালাম) 'নবুয়াতে মুৎলাকা'র অধিকারী অলি স্বরূপ অবতরণ করিবেন।" (ফতুহাতে-মক্কিয়া)। তিনি আরও বলিয়াছেন :-

"হযরত ঈসা (আলাইহেস সালাম) আমাদের মধ্যে 'হাকাম'—মীমাংসাকারীরূপে শরীয়ত ব্যতীরকে অবতরণ করিবেন এবং কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি নবী হইবেন।"

(ফতুহাতে-মক্কিয়া)

(৭)

আহলে হাদিসের শীর্ষস্থানীয় আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভুপালবী লিখিয়াছেন :

"যে ব্যক্তি এই আকিদা রাখিবে যে হযরত মসিহ (আঃ) নবুয়ত বিচ্যুত হইয়া (তথা শুধুমাত্র উম্মতী হইয়া) আসিবেন, সে খোলাখুলি কাফের। যেমন, ইমাম সুউতীও এই সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করিয়াছেন।" (হেজাজুল-কেরামা, পৃঃ ৪৩১)

(৮)

হযরত ইমাম আব্দুল অহ্‌হাব শা'রানী (আলাইহির রহমত) লিখিয়াছেন :—

"সুতরাং কোন সন্দেহ নাই যে, শুধু সাধারণ নবুয়ত (নবুয়তে মুৎলাকা) উঠিয়া যায় নাই—কেবলমাত্র শরীয়তবাহী (তশরীয়ী) নবুয়ত বন্ধ হইয়াছে।" ['আল-ইউওয়াকিতু ও আল-জওয়াহের' ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৫]। তিনি আরও বলিয়াছেন :

"রসুল করীম সাল্লাল্লাহ ও সাল্লামের হাদিস—"আমার বাদ নবী বা রসুল নাই'—দ্বারা ইহা বুঝায় যে, তাঁহার পর 'শরীয়তদাতা' কোন নবী নাই।" (ঐ)

(৯)

আরেফে রব্বানী সৈয়দ আব্দুল করীম জিলানী (আলাইহের রহমত) বলেন :

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর 'শরীয়ত-বাহী (তশরীয়ী) নবুয়ত বন্ধ হইয়াছে এবং এই হিসাবেই মোহাম্মদ (সাঃ) খাতামুন-নাবীয়ীন, কেননা তিনি পূর্ণ শরীয়ত সহকারে আসিয়াছেন এবং পূর্ণ শরীয়ত সহকারে আর কেহই আগমন করেন নাই।"

(আল-ইনসানুল কামেল, ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৮ মিশরে মুদ্রত)

(১০)

সুবিখ্যাত সুফি হযরত মৌলানা রুমি (আলাইহের রহমত) লিখিয়াছেন :

"খোদার পথে পুণ্যার্জনের এমন চেষ্টা কর, যেন উম্মতের মধ্যে নবুয়তের অধিকারী হইতে পার।" (মসনবী)

(১১)

হযরত সৈয়দ অলিউল্লাহ্ শাহ্ মুহাদ্দেস দেহলবী (আলাইহের রহমত) বলেন :

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্বারা নবুয়ত খতম হইয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার পর এমন কোন নবী আগমন করিবেন না, যাঁহাকে খোদাতায়ালা শরীয়ত দিয়া লোকের প্রতি মামূর (আদিষ্ট) করিবেন।" (তফহীমাতে ইলাহীয়া, পৃঃ ৫৩)

(১২)

হযরত মৌলবী আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবি (ফিরিঙ্গি-মহল্লী) বলেন :—

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর, কিংবা তাঁহার সময়ে কাহারো শুধু নবী হওয়া অসম্ভব নহে। পরন্তু নূতন শরীয়ত-ধারী নবীর আগমন অসম্ভব।"

(দাফে-উল-ওস্ওয়াস্ পৃঃ ১২)

(১৩)

আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেব বলেন :

"আমার মৃত্যুর পর কোন অহী নাই"—হাদীসের কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য "আমার পরে কোন নবী নাই," বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানীদের নিকট ইহার অর্থ এই যে, "আমার পর শরীয়ত রহিত-কারী কোন নবী আসিবেন না।" (একতেরাবুস্-সা'আ, পৃঃ ১৬১)

(১৪)

হযরত মৌলানা মোহাম্মদ কাশেম নানতবী (রহঃ), দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা বলেন :—

"সর্ব সাধারণের ধারণানুসারে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'খাতামুন নাবীয়ীন' হওয়ার অর্থ এই যে, তাঁহার যুগ সকল নবীর পরে এবং তিনি সকল নবীর শেষ। কিন্তু সূক্ষ্ম-দর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট ইহা দেদীপ্যমান সত্য যে, সময়ের অগ্র-পাশ্চাতের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নাই। সুতরাং, প্রশংসা-স্থলে "ও লাকিররাসূ-লুলাল্লাহে ও খাতামান-নাবীয়ীন" (কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসুল ও খাতামান-নাবীয়ীন) বলা কি ভাবে যথার্থ হইতে পারে?" (তহ্যিরুন-নাস, পৃঃ ৩)

অন্য কথায়, 'খাতামান নাবীয়ীন'-এর অর্থ 'শুধু শেষ নবী' করা তাঁহার মতে সাধারণ লোকের কৃত অর্থ এবং ইহা বিচারশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কৃত অর্থ নয়।

অতঃপর, তিনি 'খাতামান-নাবীয়ীন'-এর অর্থ করিয়াছেন :—

"আঁ-হযরত (সাঃ) নবুয়তের মৌলিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং তিনি ভিন্ন অন্যান্য নবীগণ নবুয়তের মৌলিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন না। অন্যান্যগণের নবুয়ত তাঁহার কল্যাণে প্রসূত, কিন্তু তাঁহার নবুয়ত অন্যের কল্যাণে নয়। এই প্রকারে তাঁহার উপরে নবুয়তের

সেলসেলা মোহরাবদ্ধ হইয়া যায়। বস্তুতঃ তিনি যেমন আল্লাহর নবী, তেমনি নবীগণেরও নবী।" (তহ্‌যিরুন-নাস, পৃঃ ৩-৪)। তিনি আরও বলেন ঃ

"বস্তুতঃ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরেও যদি কোন নবী পয়দা হন, তথাপি মুহাম্মদী খাতেমিয়তে কোনই পার্থক্য ঘটিবে না।" (তহ্‌যিরুন-নাস, পৃঃ ২৮)

(মৌলানা কাজী মোহাম্মদ নজীর প্রণীত 'খতমে নবুয়ত' পুস্তক হইতে সংকলিত)

এই হইল সর্ব জন-মান্য বুজুর্গানের উক্তি, যাঁহারা ধর্ম-জ্ঞান, বিচার-ক্ষমতা এবং ঐশী প্রেমে মগ্ন হওয়ার দিক দিয়া এত উচ্চ ও মহান যে সকল মুমেন-মুসলমানই তাঁহাদের পাদুকা বহনেও গৌরবানুভব করিবেন। এই উজ্জ্বল নক্ষত্রগণের যুগ সাহাবাগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। হেজায, সিরিয়া, তুর্কি, এরাক, স্পেন এবং ভারতবর্ষের ইহারা সুপ্রসিদ্ধ বুজুর্গ।

এই বুজুর্গাণ 'খাতামু-নাবীয়ীন' আয়াতের এবং 'লা-নাবীয়া বাদী' প্রভৃতি হাদিস দ্বারা যে প্রকার নবুয়ত বন্ধ হইয়াছে তাহার এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর কোন শরীয়তদাতা ও স্বাধীন নবী আসিতে পারেন না। তাঁহাদের মতে, 'উম্মতি-নবীর' আগমন 'খতমে নবুয়তের' বিরোধী নয়। সুতরাং, তাঁহারা সকলেই এই উম্মতে আগমনকারী মহিহ্ মওউদকে 'উম্মতি নবী' বলিয়া স্বীকার করেন।

অতঃপর, আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা—হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী হইতে খতমে-নবুয়ত সম্পর্কে তাঁহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও আকীদা সংক্রান্ত কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করা যাইতেছে। উভয় বর্ণিত উদ্ধৃতি সমূহ পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলে প্রত্যেকেই স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, আহামদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা খতমে-নবুয়ত সম্পর্কে অবিকল তাহাই বলিয়াছেন যাহা পূর্ববর্তী অবশ্য-মান্য ইমামগণ ও শীর্ষস্থানীয় আলেমবৃন্দ বলিয়া আসিয়াছেন এবং নবুয়ত সংক্রান্ত কোন নুতন আকীদা বা মতবাদ তিনি বা আহমদীয়া জামাত পোষন করেন নাই, বরং বুজুর্গানে-উম্মত কর্তৃক ব্যক্ত আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত নুতন আকীদা বা মতবাদ রচনা করিয়াছেন আহমদীয়া জামাত বিরোধী অধুনা আলেমবৃন্দ। আশ্চর্যের বিষয়, তাহা প্রচার করিয়া তাঁহারা আহমদীয়া জামাতকে খতমে-নবুয়তের অস্বীকারকারী এবং কাফের বলিয়া ফতোয়া ও জারী করিতেছেন।

এ জামানার উলামা খাতামান-নবীয়ীন বা খতমে নবুয়তের অর্থ করিয়াছেন 'নবুয়তের সম্যক অবসান বা নবীদের অবসানকারী—রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পর কোন প্রকারের নবী আসিতে পারেন না, এমনকি কুরআন করীমের অধীন এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কল্যাণ প্রাপ্ত দাস হিসাবেও না। অধুনা আলেমগণ দাবী করেন যে, খতমে নবুয়ত সংক্রান্ত তাহাদের এই মতবাদই ইসলামী আকীদা। উপরে উদ্ধৃত বুজুর্গনে উম্মতের ব্যাখ্যা ও সর্বসম্মত আকীদা ইসলামী আকীদা, না উলেমার উক্ত দাবী সত্য—তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রত্যেক মুমেন-মুসলমানের কর্তব্য।

—০—

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর খতমে-নবুয়ত সম্পর্কে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার কতিপয় উদ্ধৃতি

"এই (মোহাম্মদীয়) নবুয়তের মধ্যে সকল নবুয়ত শেষ হইয়াছে। ইহাই হওয়ার ছিল। কারণ যাহার আদি আছে, তাহার অন্তও আছে। কিন্তু এই মোহাম্মদীয় নবুয়ত স্বীয় আশিষ বিতরণে অসমর্থ নয় বরং সকল নবুয়ত অপেক্ষা ইহাতে অধিক ফয়েজ বা আশিষ আছে। এই নবুয়তের অনুসরণ অতি সহজে খোদা পর্যন্ত উপনীত করে। ইহার অনুবর্তিতায় খোদাতায়ালার প্রেম ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ স্বরূপ মহাকল্যাণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু ইহার পূর্ণ অনুবর্তী কেবল নবী নামে অভিহিত হইতে না, কারণ ইহাতে পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন মোহাম্মদী নবুয়তের অবমানা হয়। অবশ্য উম্মতি এবং নবী এই উভয় শব্দ সম্মিলিতভাবে তৎপ্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ, ইহাতে পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন মোহাম্মদীয় নবুয়তের কোন অবমাননা হয় না; বরং সেই নবুয়তের জ্যোতি এই আশিস-বিতরণ দ্বারা আরো উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়।" [আল অসিয়ত]

"নবুয়তের দাবীতে ইহা বুঝায় না যে, আমি (নাউযুবিল্লাহ) আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হইয়া কোন দাবী পেশ করিতেছি, অথবা কোন নতুন শরীয়ত আনয়ন করিয়াছি। বরং আমার নবুয়ত শুধু অজ্ঞেয় বিষয়াবলী ও ভবিষ্যৎ সংবাদাদী অধ্যুষিত ঐশী-বাণী ও ঐশী-বাক্যালাপের আধিক্যকে বুঝায়, যাহা আঁ-হযরত (সাঃ) এর আনুগত্য ও অনুসরণে হাসিল হয়। সুতরাং আল্লাহর সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভ (মোকালামা-মোকাতাবা) আপনারাও মানেন। সুতরাং ইহা শব্দগত মতভেদ অর্থাৎ আপনারা যে বিষয়ের নাম 'মোকালামা মোখাতাবা' রাখেন, আমি তাহার আধিক্যের নাম আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নবুয়ত রাখি। "ওয়া লে-কুল্লেন আই ইয়াস্তালেহা।" [অর্থাৎ নিজের উদ্দেশ্যকে বুঝাইবার জন্য পরিভাষা (ইস্তেলাহ) প্রয়োগের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।]" (তাতিম্মা, হাকিকাতুল ওয়াহী, পৃঃ ৭৮)

"নতুন শরীয়ত, নতুন দাবী এবং নতুন নাম হিসাবে আমি নবী ও রসুল নহি। অমি নবী ও রসুল, অর্থাৎ কামিল যিল্লিয়ত (ছায়া রূপ পূর্ণ অনুগমন) ক্রমে আমি সেই দর্পন স্বরূপ, যাহার মধ্যে মোহাম্মদীয় (আত্মিক) রূপ এবং মোহাম্মদীয় নবুয়তের কামালাতের পূর্ণ প্রতিবিম্বন ঘটিয়াছে।"

(নুযুলুল মসিহ্, পৃঃ-৩)।

"আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, এই আরবী নবী যাঁহার পবিত্র নাম মোহাম্মদ (হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁহার উপর) তিনি কি উচ্চ মর্যাদার নবী! তাঁহার সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নহে, এবং তাঁহার প্রভাব ও ক্রিয়াশীলতার অনুমান করাও মানুষের কাজ নহে।

খোদাতায়ালা যিনি তাঁহার (সাঃ) অন্তরের গোপন রহস্য জানিতেন তিনি তাঁহাকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, এবং তাঁহার সকল উদ্দেশ্যে ও সকল আকাঙ্খায় তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে সফলতা প্রদান করিয়াছেন। সকল ফয়েজ ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই, এবং যে ব্যক্তি তাঁহার কল্যাণদান ব্যতিরেকে কোনও মর্যাদা ও ফজিলত লাভের দাবী করে, সে মানুষ নহে বরং শয়তানের বংশধর। কেননা প্রত্যেক ফজিলত ও কল্যাণের চাবিকাঠি তাঁহাকেই প্রদান করা হইয়াছে।"

(হাকিকাতুল ওহী, পৃঃ ১১৩)